হে মানব্! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভু হইতে সত্য সমভিব্যাহারে রসুল আসিয়াছেন, অতএব তোমরা তাঁহাকে গ্রহণ কর, তোমাদের মঙ্গল হইবে।

কোরান শরীফ, সুরা নেসা।

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য যখন আল্লাহ্ ও রসুল তোমাদিগকে আহ্বান করেন, তোমরা তাঁহাদের আহ্বানে সাড়া দাও।

কোরান শরীফ, সুরা আন্ফাল্।

পাক্ষিক

আহ্মদী

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আহ্মদীয়া আঞ্জোমনের মুখপত্র

১৫ই আগষ্ট, ১৯৩৮ | অষ্টম বর্ষ | চতুর্দ্দশ সংখ্যা

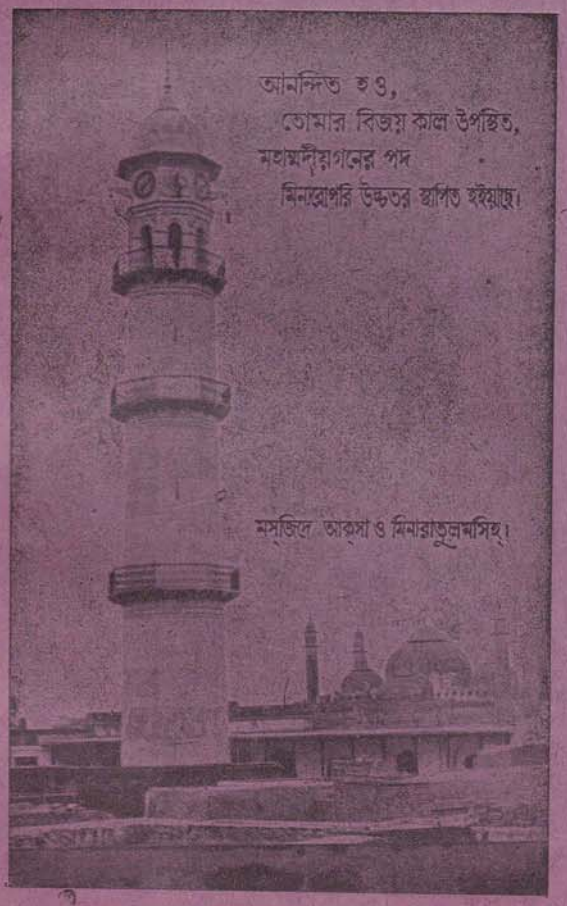

(কাদিয়ান)

'এ-লান'

"বর্ত্তমানকালে আল্লাহ্‌তা'লা ইস্লামের উন্নতি আমার সহিত সংবদ্ধ করিয়াছেন। ধর্ম্মের উন্নতি সর্ব্বদাই তিনি তাঁহার খলিফার সহিত সংবদ্ধ করিয়া থাকেন। অতএব, যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিবে, সে বিজয় লাভ করিবে এবং যে অমান্য করিবে সে পরাভূত হইবে। যে ব্যক্তি আমার অনুবর্ত্তী হইবে, তাহার জন্য খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি আমার পথ পরিত্যাগ করিবে, তাহার প্রতি খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।"—আমীরুল্ মোমেনীন হজরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানি (আইঃ)।

সম্পাদক—আবদুর রহমান খাঁ, বি-এ, বি-এল।

বার্ষিক চাঁদা ৩৲

প্রতি সংখ্যা ৵০

প্রবন্ধসূচী

১। দোয়া ৩১৫
২। হজরত মাসিহ্ মাউদের (আঃ) একটি পারশি কবিতা ৩১৬
৩। আল্-ওসিয়তে হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) উপদেশ ৩১৭
৪। হাদিসের যৎকিঞ্চিৎ ৩২৩
৫। আহ্মদীয়া মতবাদ ৩২৪
৬। "সুন্নতুল্লাহ"—ঐশ্বরিক জমাত সমূহে মোনাফেকগণের উদ্ভব ৩২৯
৭। শোক-সংবাদ ৩৩৯
৮। জগৎ আমাদের :— ... ৩৪০—৪২
বিদেশীয় সংবাদ—লণ্ডন।
দেশীয় সংবাদ — কাদীয়ান-শরীফ, প্রাদেশিক আমীর, জেনারেল সেক্রেটারী, মোবাল্লেগীন, ঘাটুরা জলসা, করুরা, বিরামপুর, বাঁকুড়া, শ্যামপুর, খোদ্দামুল আহমদীয়া সমিতি, প্রাপ্তি সংবাদ, বিরাট জল্‌সা।

হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানির (আইঃ) আদেশ

কাদিয়ান সালানা জলসা উপলক্ষে

এক মাসের আয়ের দশমাংশ দেয়

ইহা মাসিক চাঁদার ন্যায় 'ফরজ'

প্রতিবৎসর এই চাঁদার শেষ সময় নবেম্বর পর্য্যন্ত

কিস্তিক্রমে দেওয়া যায়! এখনই দিতে আরম্ভ করুন!!

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—সাওয়াবের জন্য অধিক দিতে বাধা নাই। যিনি চান, দিবেন। উৎপন্ন দ্রব্যও দেওয়া যায়। সত্বর হউন। প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী সাহেবান যত্নবান হওন এবং চাঁদা আদায় ও লিষ্ট প্রস্তুত করিয়া প্রাদেশিক আঞ্জোমন আফিসে প্রেরণ করুন। যাঁহাদের মাসিক চাঁদা দেয়, এমন প্রত্যেক আহমদীর এক মাসের আয়ের দশমাংশ সম্বলিত এই চাঁদার হিসাব সহ উক্ত লিষ্ট প্রস্তুত করিতে হইবে এবং আদায় অনাদায় ক্রমেই উল্লেখ করিতে হইবে।

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

অষ্টম বর্ষ | ১৫ই আগষ্ট, ১৯৩৮ | চতুর্দশ সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلي على رسوله الكريم

দোয়া

ادعوني استجب لكم

"দোয়া কর, আমি কবুল করিব।"

হে আল্লাহ, তোমার অঙ্গীকার সত্য। তুমিই আমাদিগকে 'খায়রুল্-ওম্মাৎ' বা শ্রেষ্ঠ-মণ্ডলী নামে অভিহিত করিয়াছ। প্রভো, তুমিই ইহার যথার্থতা প্রকাশিত কর। প্রভো, তুমি তোমার অঙ্গীকার সপ্রমাণ করিতে থাক এবং এইরূপে পূর্ব্বাপূর্ব্বকালে, যাঁহাদের প্রতি অনুকম্পা করিয়াছ, তাঁহাদের সহিত যেভাবে তোমার অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়াছ, আমাদের সহিত তোমার অঙ্গীকার পূর্ণ কর এবং যে ভাবে তাঁহাদিগকে তোমার আশীষ গ্রহণে সমর্থ করিয়াছিলে, তোমার অপার করুণা বলে, তুমি আমাদিগকেও তেমনি তোমার আশীষ গ্রহণে সমর্থ কর। হে প্রভো, তোমার সহিত অঙ্গীকার পালনে, পূর্ব্ববর্ত্তীদের ন্যায়, আমাদিগকে সক্ষম, সমর্থ ও কৃতী কর। তাঁহাদের মধ্যে যে সকল গুণ প্রকাশ করিয়াছ, তাহা আমাদের মধ্যে কর।

যাহারা তোমার নিকট অবনত হয়, তাহাদিগকে তুমি উন্নীত কর। হে প্রভো, হে আল্লাহ্, তুমি আমাদিগকে তোমার নিকট সকল জনাপেক্ষা অবনত কর এবং এমন কোন আশীষ না থাকে, যাহা কেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমরা প্রাপ্ত না হই; বা যে অনুগ্রহের পথে তাঁহারা চলিয়াছেন, আমরা তাহাতে পদবিক্ষেপ না করি। যে অবস্থা উৎপন্ন হইলে, তোমার আশীষ আমরা গ্রহণ করিতে পারি, যাহা হইলে তোমার আশীষ আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইতে পারে, সেই অবস্থা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে আমাদের মধ্যে উৎপন্ন কর। আমাদের অনুগামী, আমাদের বংশধর ও পরবর্ত্তীগণকে সেই পথে চালিত কর এবং আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণের প্রার্থনা পূর্ণ কর ও তাঁহাদের প্রতি তোমার সম্পদ পূর্ণ কর।

হে আল্লাহ, তুমি আমাদিগকে সকল বিচ্যুতি, পদস্খলন ও ধ্বংসের পথ হইতে নিয়তঃ রক্ষা কর। আমাদের সকল দুর্ব্বলতা দূর কর। হে রাব্ব্, হে অসীম করুণাময়, তুমি আমাদের শত্রু ও বিরুদ্ধবাদীদিগকে পথ-প্রদর্শন কর। তাহারাও দুর্ব্বল মানুষ। তাহাদিগকেও উদ্ধার কর—তাহাদের ভ্রান্তি অপসারিত কর এবং সত্য গ্রহণে তৌফিক দাও! সকল সদাত্মাদিগকে একত্রীভূত কর। পাপ দূরীকৃত কর।

আমীন, হে রাব্বিল্ আলামীন।

হজরত মাসিহ্ মাউদের (আঃ) একটি পারশি কবিতা

۱ الا اے کہ ہشیاری وپاک زاد
پے حرص دنیا مدہ دیں بباد

۲ بدیں دار فانی دل خود مبند
کہ دارد نہاں راحتش صد گزند

۳ اگر باز باشد ترا گوش ہوش
زگورت ندائے درآید بگوش

۴ کہ اے طعمۂ من پس از چند روز
پئے فکر دنیائے دوں کم بسوز

۵ ہراں کو بدنیائے دوں مبتلا است
گرفتار رنج وعذاب وعنا است

۶ برست آنکہ بر موت دارد نگاہ
بریدہ زدنیا ودیدہ براہ

۷ سفر کردہ پیش از سفر سوئے یار
کشیدہ زدنیا ہمہ رخت وبار

۸ پے دار عقبیٰ کمر بستہ چست
رہا کردہ سامان این خانہ سست

۹ چو کار حیات است کارے نہاں
ہماں بہ کہ دل بگسلی زیں مکاں

۱۰ جہنم کزو داد فرقاں خبر
ہمیں حرص دنیا ست جان پدر

۱۱ چو آخر ز دنیا سفر کردن است
چو روزے ازیں رہ گزر کردن است

۱۲ چرا عاقلی دل بہ بندد دراں
کہ ناگہ وزد برگل او خزاں

۱۳ بدیں قحبہ بستن دل خود خطا ست
کہ ایں دشمن دین وصدق وصفاست

۱۴ چہ حاصل ازیں دلستان دورنگ
کہ گاہے بصلحت کشد گہ بجنگ

۱۵ چرا دل نہ بندی بداں دلستاں
کہ مہرش رہاند زبند گراں

۱۶ برو فکر انجام کن اے غوی
زسعدی شنو گر زمن نشنوی

۱۷ عروسی بود نوبت ماتمت
اگر بر نکوئی بود خاتمت

অনুবাদ

১। সাবধান! হে সুবিবেচক ও পবিত্রমনা! পার্থিব লোভে, ধর্ম্ম বিনাশ করিও না।

২। এই নশ্বর দুনিয়ায় মুগ্ধ হইও না; কেননা ইহার সুখেও শত দুঃখ নিহিত থাকে।

৩। তোমার চৈতন্যের কর্ণ যদি খোলা থাকে, তবে তোমার কবর হইতে এই ডাক শুনিতে পাইবে যে—

৪। "হে আমার গ্রাস, কিয়দ্দিনের জন্য তুচ্ছ পৃথিবীর চিন্তায় দগ্ধ হইও না।"

৫। যাহারা এ তুচ্ছ পৃথিবীতে লিপ্ত হইয়াছে—দুঃখ, কষ্ট ও বিপদে আবদ্ধ হইয়াছে।

৬। যাহারা মৃত্যুর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছে, তাহারাই মুক্তিলাভ করিয়াছে এবং পৃথিবী হইতে চক্ষুদ্বয় ফিরাইয়া পথে চলিয়াছে—

৭। প্রবাসে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া পরম বন্ধুর দিকে যাত্রা করিয়াছে; এবং দুনিয়া হইতে সকল আসবাব-পত্র গুটাইয়া লইয়াছে—

৮। পরকালের জন্য স্ফূর্ত্তির সহিত কোমর বাঁধিয়াছে—এই মোহময় গৃহের সম্পদ পরিত্যাগ করিয়াছে।

৯। এ জীবন সম্পূর্ণ রহস্যময়, কয় দিন থাকিতে হইবে জানা নাই; এ নিমিত্ত এই স্থান হইতে হৃদয় বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলাই শ্রেয়।

১০। প্রিয় বৎস, কোরান যে নরকের সংবাদ দিয়াছে, এই দুনিয়ার লালসাই সেই নরক!

১১। যখন, অবশেষে, এই পৃথিবী হইতে যাত্রা করিতেই হইবে, এবং যেহেতু এই পথ দিয়া চলিয়া যাইতেই হইবে,—

১২। সুধিজন ইহাতে হৃদয় আকৃষ্ট করিবে কেন? হেমন্তের বায়ু যেহেতু হঠাৎ ইহার পুষ্পে প্রবাহিত হইবে।

১৩। এই ব্যভিচারিণীর প্রতি মুগ্ধ হওয়া অন্যায়, যেহেতু সে সত্য, ধর্ম্ম ও পবিত্রতার শত্রু!

১৪। এই দু-মুখী প্রেমিকার প্রেমে কি লাভ? কখনো সন্ধি, কখনো যুদ্ধ করিয়া সে তোমাকে বিনাশ করে।

১৫। কেন সেই প্রেমাধারের সহিত হৃদয় বাঁধ না, যাঁহার ভালবাসা তোমাকে ভারী শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবে?

১৬। হে অর্ব্বাচীন, যাও, পরিণামের চিন্তা কর; সাদীর কথাই শোন, যদি আমার কথা না শোন—

১৭। "তোমার মৃত্যুর দিনটিও তোমার পরিণয়ের দিবস হইবে, যদি পুণ্য ও 'নেকীর' সহিত তোমার পরিণাম হয়।"

আল্-ওসিয়তে হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) উপদেশ

(মোহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার, আহ্‌মদী)

হজরত ইসা (আঃ) মৃত্যু লাভ করিয়াছেন

ইসা (আলায়-হেস্-সালাম)-কে খোদা 'ওফাত' দিয়াছেন। যেমন, খোদাতা'লার স্পষ্ট আয়েত فلما توفيتنى كنت انت الرقيب عليهم। (অর্থাৎ, "তুমি আমাকে 'ওফাত' দেওয়ার পর তুমিই তাহাদের রক্ষক ছিলে"), ইহার সাক্ষ্য। সংশ্লিষ্ট আয়েতগুলিসহ ইহার অর্থ এই যে, খোদা কিয়ামতে হজরত ইসাকে (আঃ) জিজ্ঞাসা করিবেন, 'তুমিই কি তোমার অনুবর্ত্তীদিগকে তোমাকে ও তোমার জননীকে খোদা বলিয়া মান্য করিতে শিক্ষা দিয়াছিলে ?' তখন, তিনি উত্তর করিবেন, "যতদিন পর্য্যন্ত আমি তাহাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন পর্য্যন্ত আমি তাহাদের কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি ও তাহাদের তত্ত্বাবধান করিয়াছি, কিন্তু যখন তুমি আমাকে মৃত্যুদান করিলে, তখন আমার পর তাহারা কিরূপ বিপথগামীতায় নিপতিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে আমার কোনই জ্ঞান নাই।"

এখন, যদি কাহারো ইচ্ছা হয়, فلما توفيتنى আয়েতের 'যখন তুমি আমাকে মৃত্যুদান করিলে," এই অর্থ করিতে পারে, কিম্বা যদি ইচ্ছা হয়, অন্যায় জেদ পরিহার না করিয়া, "যখন তুমি আমাকে সশরীরে আকাশে উত্তোলন করিলে," এ অর্থও করিতে পারে। কিন্তু, যে কোন অবস্থায়, এই আয়েত দ্বারা ইহাই নির্ণীত হয় যে, হজরত ইসা (আঃ) পৃথিবীতে পুনরাগমন করিবেন না। কারণ, কিয়ামতের পূর্ব্বে তিনি পুনর্ব্বার পৃথিবীতে পদার্পণ করিলে ও ক্রুশ বিধ্বস্ত করিলে, ইহা কোরূপই সম্ভবপর নয় যে, হজরত ইসা (আঃ), যিনি খোদার নবী ছিলেন, খোদার সমক্ষে কিয়ামতের দিন এমন নিছক মিথ্যা উক্তি করিবেন যে, তাঁহার পর তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ তাঁহাকে ও তাঁহার জননীকে খোদা বলিয়া নির্দ্ধারণ করিবার মত ভ্রান্ত বিশ্বাসে নিপতিত হওয়া সম্বন্ধে, তিনি কিছুই জানেন না। যে ব্যক্তি পৃথিবীতে পুনরাগমন করিবে, ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত ইহধামে বসবাস করিবে এবং খৃষ্টানদের সহিত যুদ্ধ করিবে—সে 'নবী' নামে অভিহিত হইয়া কখনো কি এমন লজ্জাজনক মিথ্যা কথা বলিতে পারে যে, সে ঐ সমস্ত কিছুই জানে না ? সুতরাং, যেহেতু এই আয়েত হজরত ইসার (আঃ) দ্বিরাগমন রোধ করিতেছে, নতুবা তিনি মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হন ; অতএব, যদি তিনি ভৌতিক দেহে আকাশে থাকেন এবং এই আয়েতের স্পষ্ট অর্থ অনুযায়ী কিয়ামতের দিন পর্য্যন্ত পৃথিবীতে অবতরণ না করেন, তবে কি তিনি আকাশেই মরিবেন এবং আকাশেই সমাহিত হইবেন ? কিন্তু, আকাশে মরা فيها تموتون ('মানুষ পৃথিবীতে বাস করিবে এবং পৃথিবীতেই মরিবে) আয়েতের সম্পূর্ণ বিরোধী। সুতরাং, ইহা দ্বারা একথাই স্থির হয় যে, তিনি আকাশে ভৌতিক দেহ সহ গমন করেন নাই, বরং তিনি মৃত্যুর পর গিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'লার কিতাব যেমন একান্ত পরিষ্কার ভাবে এই মীমাংসা করিয়াছে, তাহাতে খোদার গ্রন্থের 'মোখালেফাত' (বিরুদ্ধতা) করা, মহা-পাপ বই আর কি ?

আমি না আসিলে শুধু বুঝিবার ভ্রম ('এজ্‌তেহাদী-গলতি') ক্ষমাযোগ্য ছিল। কিন্তু, আমি খোদার তরফ হইতে আসিবার পর এবং কোরান শরীফের সুস্পষ্ট ও যথার্থ অর্থ প্রকাশিত হইবার পরেও ভ্রান্তি পরিহার না করা, ইমানদারীর পরিচায়ক নহে। আমার জন্য খোদার 'নিদর্শন' আকাশ ও ভূ-পৃষ্ঠ উভয় স্থানেই প্রকাশিত হইয়াছে। শতাব্দীরও প্রায় এক চতুর্থাংশ অতিক্রম করিয়াছে। সহস্র, সহস্র 'চিহ্ন' প্রকাশিত হইয়াছে। পৃথিবীর বয়সের সপ্ত সহস্র বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। তবু, এখনো সত্য বরণ না করা, কেমন কঠিন প্রানের কথা !

প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী

দেখ, আমি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছি যে, খোদার 'নিদর্শনসমূহ' এখনো শেষ হয় নাই। সেই প্রথম ভূমিকম্প সম্বলিত 'নিদর্শনের' পর, যাহা ৪ঠা এপ্রিল, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়, যাহার সম্বন্ধে দীর্ঘকাল পূর্ব্বে সংবাদ প্রদত্ত হইয়াছিল, পুনরায় খোদা আমাকে জানাইয়াছেন যে, বসন্তকালে আরো একটি ভীষণ ভূমিকম্প হইবে। ইহা কি বসন্তের প্রথমভাগে হইবে, কি মধ্যভাগে হইবে, কি শেষ ভাগে হইবে, আমি জানি না। এ সম্বন্ধে খোদার অহির বাক্যগুলি এই :—

پھر بہار آئی خدا کی بات پھر پوری ہوئی

('আবার বসন্ত আসিল, খোদার বাণী আবার পূর্ণ হইল')। যেহেতু, পূর্ব্ব ভূমিকম্পও বসন্তকালেই সংঘটিত হইয়াছিল, সেজন্য খোদাতা'লা জানাইয়া দিয়াছেন যে, পরবর্ত্তী এই ভূমিকম্পও বসন্তেই হইবে। জানুয়ারী মাসের শেষভাগে, কোন কোন বৃক্ষে নব-পত্র সঞ্চার আরম্ভ হয় বলিয়া, এমাস হইতেই ভয়ের সময় আরম্ভ হইবে এবং মে মাসের শেষ পর্য্যন্ত সম্ভবতঃ ইহা থাকিবে।' *

খোদা বলিয়াছেন, زلزلة الساعة

অর্থাৎ, "সেই ভূমিকম্প কিয়ামতের নমুনা হইবে।" আরো বলিয়াছেন, † لك نرى ايات ونهدم ما يعمرون

অর্থাৎ, "তোমার জন্য আমি 'নিদর্শন' প্রদর্শন করিব এবং তাহারা যে সমস্ত প্রাসাদ নির্ম্মান করিতে থাকিবে, আমি তাহা ধূলিসাৎ করিতে থাকিব।" আবার বলিয়াছেন,

بھونچال آیا اور شدت سے آیاں زمین تہ وبالا کردی—

অর্থাৎ, "একটি ভীষণ ভূমিকম্প হইবে এবং ভূপৃষ্ঠ তথা পৃথিবীর কোন কোন অংশ উলট পালট করিবে, যেমন লুথ নবীর (আঃ) সময় হইয়াছিল।" আবার বলিয়াছেন,

انی مع الافواج اتیك بغتة

অর্থাৎ, "আমি সংগোপনে সৈন্যগণসহ উপস্থিত হইব।" সেদিন সম্বন্ধে কাহারো জানা থাকিবে না। যেমন, লুথ নবীর (আঃ) বসতি বিধ্বস্ত করিবার পূর্ব্বে, কেহই কিছু বুঝিতে পারে নাই। তাহারা যখন পানাহার ও আমোদ প্রমোদ করিতেছিল, এমন সময়ে হটাৎ ভূমি উল্টাইয়া দেওয়া হইল। সুতরাং, খোদা বলিতেছেন যে, এস্থলেও তাহাই হইবে। কারণ, পাপ-সমূহ সীমাতিক্রম করিয়াছে এবং মানুষ পৃথিবীকে সীমাতিরিক্ত ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে। খোদার পথ ঘৃনার চক্ষে দেখা হয়। আবার বলিয়াছেন, زندگیوں کا خاتمہ ('বহু জীবন সাঙ্গ')। তিনি আরো বলিয়াছেন,

قال ربك انه نازل من السماء ما يرضيك ج رحمة منا وكان امرا مقضيا—

অর্থাৎ, "তোমার প্রভু বলিতেছেন যে, আকাশ হইতে এক আদেশ অবতীর্ণ হইবে। তাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইবে। ইহা আমার তরফ হইতে 'রহমত' স্বরূপ হইবে। ইহা অবশ্যম্ভাবী। ইহা পূর্ব্ব হইতে নির্দ্ধারিত রহিয়াছে।" † ইহা সুনিশ্চিত যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী জাতিসমূহে প্রচারিত না হওয়া পর্য্যন্ত, আকাশ এই আদেশ অবতীর্ণ করিতে ক্ষান্ত থাকিবে। কে আছ, আমার কথায় প্রত্যয় করিবে? সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি ভিন্ন কাহারো পক্ষে, ইহা সম্ভবপর নয়।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই ঘোষণা ত্রাস জন্মাইবার জন্য করা হয় নাই, বরং ভবিষ্যৎ আশঙ্কা সম্বন্ধে, পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হওয়ার জন্য, এই ঘোষণা করা হইয়াছে; যেন কেহ অজ্ঞতা বশতঃ বিনষ্ট না হয়। প্রত্যেক বিষয় 'নিয়ত' বা উদ্দেশ্যের সহিত সংবদ্ধ। দুঃখ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। দুঃখ হইতে নিরাপদ করাই আমার উদ্দেশ্য। যাহারা 'তাওবা' করে, তাহাদিগকে খোদার 'আজাব' হইতে রক্ষা করা হইবে। কিন্তু, যে দুর্ভাগা 'তাওবা' করে না, হাস্য-বিদ্রূপ-পূর্ণ বৈঠক সকল পরিহার করে না, দুষ্ক্রিয়া ও 'গোনাহ্' হইতে নিবৃত্ত হয় না, তাহার ধ্বংস হওয়ার সময় সন্নিকট। কারণ, তাহার ঔদ্ধত্য, খোদার দৃষ্টিতে, কোপজনক।

এস্থলে, আরো একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। যেমন, পূর্ব্বে আমি বলিয়াছি যে, খোদা আমাকে আমার মৃত্যু সম্বন্ধে সংবাদ দিয়াছেন এবং আমাকে সম্বোধন করিয়া আমার জীবন সম্বন্ধে বলিয়াছেন, بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں ("খুব অল্প দিন আর রহিয়াছে")। আরো বলিয়াছেন,

تمام حوادث اور عجائبات قدرت دکھلانے کے بعد تمہارا حادثہ آئیگا—

(অর্থাৎ, "সকল দৈব ব্যাপার সংঘটন এবং আমার শক্তি ও মহিমা প্রদর্শনের পর তোমার ঘটনা উপস্থিত হইবে")। ইহাতে একথার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, আমার 'ওফাতের' পূর্ব্বে পৃথিবীতে কোন কোন দৈব ব্যাপারের সংঘটন এবং অলৌকিক

---

* আমি জানি না, বসন্তকাল দ্বারা কি এবারের বসন্তই বুঝায়। যাহা এই শীতের পর আসিতেছে—না, অন্য কোন সময়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া নির্দ্দিষ্ট সময় রহিয়াছে। যাহাহওক, খোদাতা'লার বাক্য হইতে জানা যায় যে, তাহা বসন্তের সময় হইবে, যে কোন বসন্তেই হওক না কেন। কিন্তু, রাত্রিতে সংগোপনে উপস্থিত হয়, এমন এক ব্যক্তির ন্যায় খোদা উপস্থিত হইবেন। খোদা আমাকে ইহাই বলিয়াছেন।

† এ সম্বন্ধে খোদার অপর একটি 'অহি' এই :—

ترے لئے میرا نام چمکا

(অর্থাৎ, "তোমার জন্য আমার নাম উজ্জ্বল হইয়াছে")

ঘটনার প্রকাশ অনিবার্য্য, যেন পৃথিবী এক মহাপরিবর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত হয় এবং সেই মহাবির্ত্তনের পর আমার মৃত্যু সংঘটিত হয়।

বেহেস্তী মাক্‌বেরা ও মসিহ মাউদের (আঃ) দোয়া

আমাকে একটি স্থান প্রদর্শন করা হইয়াছে এবং জানান হইয়াছে যে, ইহা আমার কবরের স্থান হইবে। আমি একজন ফেরেস্তাকে দেখিয়াছি, সে ভূমি জরীপ করিতেছে। তখন সে, এক স্থানে উপনীত হইয়া আমাকে বলিল, "ইহা আপনার কবরের স্থান।' অতঃপর, আমাকে এক স্থানে একটি কবর দেখান হইয়াছে। উহা রৌপ্যাপেক্ষাও উজ্জ্বল। উহার মৃত্তিকা সকলই ছিল রৌপ্যের। তখন, আমাকে বলা হইল, "ইহা তোমার কবর।' আরো একটি স্থান আমাকে দেখান হইয়াছে এবং উহাকে "বেহেস্তী-মাক্‌বেরা" নামে অভিহিত করা হইয়াছে, এবং প্রকাশ করা হইয়াছে যে, ইহা সেই সমুদয় 'বরগুজিদা' (মনোনীত ও অভিষিক্ত) জমাতের ব্যক্তিগণের সমাধিক্ষেত্র যাঁহারা 'বেহেস্তী'। তখন হইতে, সর্ব্বদাই আমার চিন্তা ছিল যে, জমাতের জন্য একখণ্ড ভূমি, কবরস্থানের উদ্দেশ্যে, ক্রয় করা হয়। কিন্তু, সুবিধাজনক উত্তম ভূমির অত্যধিক মূল্য হওয়ায়, এই উদ্দেশ্যটি বহুদিন পর্য্যন্ত অপূর্ণ ছিল। এখন, ভ্রাতা মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব মরহুমের 'ওফাত' হওয়ার পর, আমার মৃত্যু সম্বন্ধেও উপর্য্যুপরি খোদার 'ওহি' অবতীর্ণ হওয়ায়, সত্বর এই কবর স্থান সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা সমীচীন মনে করি। এ কারণ, আমি আমার উদ্যানের নিকটে আমার অধিকারভুক্ত ভূমি, যাহার মূল্য হাজার টাকার কম হইবে না, একাজের জন্য মনোনীত করিয়াছি এবং দোয়া করিতেছি, যেন খোদা ইহাতে 'বরকত' (আশীষ) প্রদান করেন এবং ইহাকেই 'বেহেস্তী মাক্‌বেরাতে' পরিণত করেন এবং ইহা জমাতের সেই সকল পবিত্র-চিত্ত ব্যক্তিগণের শয়নাগারে পরিণত হয়, যাঁহারা প্রকৃতই ধর্ম্মকে পৃথিবীর যাবতীয় কার্য্যের উপর স্থান দান করিয়াছেন ও সংসার-প্রেম পরিহার করিয়াছেন এবং খোদার হইয়া গিয়াছেন এবং নিজেদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছেন এবং রসুলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু-আলায়হে-ও-সাল্লাম) সাহাবিগণের ন্যায় 'ওফাদারী ও সেদ্‌ক্', বিশ্বস্তা ও সত্য-নিষ্ঠার আদর্শ, প্রদর্শন করিয়াছেন। আমীন, হে রাব্বিল্-আলামীন।

আবার, আমি দোয়া করিতেছি, হে আমার সর্ব্ব-শক্তিমান, 'কাদের' খোদা, এভূমি খণ্ডকে আমার জমাতের সেই পবিত্র-চিত্ত ব্যক্তিগণের জন্য সমাধিক্ষেত্রে পরিণত কর, যাঁহারা প্রকৃতই তোমার হইয়া পড়িয়াছেন এবং যাঁহাদের কার্য্যকলাপ পার্থিব স্বার্থ ও উদ্দেশ্য দুষ্ট নয়। আমীন, হে রাব্বিল্-আলামীন।

অতঃপর, আমি তৃতীয়বার দোয়া করিতেছি, হে আমার 'কাদের', 'করীম' (শক্তিমান ও দয়ালু), হে 'গফুর', 'রহীম' (ক্ষমাশীল ও সৎকার্য্যের পুনঃ পুনঃ পুরস্কারদাতা) খোদা! তুমি শুধু সেই লোকদিগকে এখানে সমাহিত হইতে দাও—যাঁহারা তোমার এই প্রেরিত পুরুষের প্রতি প্রকৃত ইমান বা বিশ্বাস রাখেন এবং যাঁহাদের মধ্যে কোন প্রকার কপটতা, স্বার্থপরতা ও অন্যায় সন্দেহ নাই; * এবং ইমান ও অনুবর্ত্তিতার সম্পূর্ণ 'হক' (দাবী) পূর্ণ করেন এবং তোমারই জন্য, তোমারই পথে সানন্দে জীবন উৎসর্গ করেন—যাঁহাদের সম্বন্ধে তুমি সন্তুষ্ট, এবং যাঁহাদের সম্বন্ধে তুমি জান যে, তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে তোমার প্রেমে বিলীন হইয়াছেন এবং তোমার প্রেরিত জনের সহিত বিশ্বস্ততা, পূর্ণ ভক্তি ও মুক্ত ইমানসহ প্রেম ও সাধনাজনক সম্বন্ধ পোষণ করেন। আমীন, হে রাব্বিল্-আলামীন।

---

* অন্যায় সন্দেহ ('বদ্-জান্নি') এক মারাত্মক আপদ। ইহা অতি শীঘ্র 'ইমান' ভস্মীভূত করে,—যেমন জলন্ত অগ্নি-শিখা শুষ্ক খর, তৃণ ভস্মীভূত করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি খোদার 'মোর্‌সালীন' বা প্রেরিত পুরুষগণের সম্বন্ধে সন্দিহান হয়, খোদা স্বয়ং তাহার শত্রু হইয়া যান এবং তিনি তাঁহার 'বরগুজিদা' মনোনীত পুরুষগণের সম্মান সম্বন্ধে এমন 'গয়রত' (মর্য্যাদা-বোধ) পোষণ করেন যে, কিছুতেই উহার তুলনা নাই। যখন আমার প্রতি নানাপ্রকার আক্রমণ করা হইয়াছিল, তখন খোদার সেই 'গয়রত' আমার জন্য উত্তেজিত হয়। যেমন, তিনি বলিয়াছেন :—

انى مع الرسول اقوم والوم من يلوم واعطيك ما يدوم - لك درجة فى السمآ وفى الذين هم يبصرون
ولك نرى آيات ونهدم ما يعمرون - وقالوا اتجعل فيها من يفسد فيها قال انى اعلم ما لا تعلمون - انى مهين من
اردا اهانتك - لا تخف انى لا يخاف لدى المرسلون - انى امرالله فلا تستعجلوه - بشارة ثلقاها النبيون - يا
احمدى انت مرادى ومعى - انت منى بمنزلة توحيدى وتفريدى - وانت منى بمنزلة لا يعلمها الخلق -

যেহেতু এই কবরস্থান সম্বন্ধে অতীব মহান অনেক সুসংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং খোদা ইহাকে শুধু 'বেহেস্তী-মাক্‌বেরাই' বলেন নাই, বরং ইহাও বলিয়াছেন যে, انزل فيها كل رحمة 'অর্থাৎ, "সর্ব্বপ্রকার অনুগ্রহ এই কবরস্থানে অবতীর্ণ করা হইয়াছে এবং এমন কোন অনুগ্রহ নাই, যাহাতে এই কবর-স্থানবাসীগণের অংশ নাই', তজ্জন্য খোদা তাঁহার গুপ্ত 'ওহি' ('ওহি-খাফি') দ্বারা এই কবর-স্থানের জন্য, এমন সর্ত্ত নির্দ্ধারণ করিবার নিমিত্ত আমার মনকে আকৃষ্ট করিয়াছেন যে, তাহার ফলে কেবলমাত্র তাহারাই ইহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে, যাহারা সত্যনিষ্ঠা ('সেদেক্') ও পূর্ণ সাধুতাবশতঃ সেই সর্ত্তগুলি পালন করে। তিনটিমাত্র সর্ত্ত। সকলকেই তাহা পালন করিতে হইবে।

সর্ত্তাবলী আঞ্জোমন, 'ওসিয়ত' ও 'তাক্‌ওয়া'

(১) এই কবর-স্থানের বর্ত্তমান জমি চাঁদা স্বরূপ আমি আমার তরফ হইতে দান করিয়াছি। কিন্তু, ইহার 'এহাতা' পরিপূরণের জন্য আরো কতক ভূমি খরিদ করা হইবে, যাহার মূল্য অনুমানিক এক হাজার টাকা হইবে। ইহাকে শোভাযুক্ত করিবার জন্য কিছু বৃক্ষ রোপণ করিতে হইবে। একটি কূপও তৈয়ার করিতে হইবে। কবর স্থানের উত্তর দিকে পথের উপর বহু জল জমা থাকে। এজন্য সেখানে একটি সেতু নির্ম্মাণ করিতে হইবে। এই সমুদয় বিভিন্ন ব্যয়ের জন্য ২০০০৲ টাকার দরকার হইবে। সুতরাং, সর্ব্বসমেত ৩০০০৲ টাকার প্রয়োজন, যাহা এই তাবৎ কার্য্য সমাধা করিতে খরচ পড়িবে। অতএব, প্রথম সর্ত্ত,—যাহারা এই কবর-স্থানে সমাহিত হইতে চান, তাহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব অবস্থানুযায়ী এই সকল ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য চাঁদা দাখিল করিবেন। এই চাঁদা শুধু তাহাদের কাছেই তলব করা হইল, অন্যের নিকট নহে। কার্য্যতঃ, এই চাঁদা শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা মৌলবী নূর-উদ্দীন সাহেবের নিকট আসা চাই। কিন্তু, যদি খোদাতা'লা চান, তবে এই 'সেল্‌সেলা' (প্রতিষ্ঠান) আমাদের সকলের মৃত্যুর পরও জারী থাকিবে। ঈদৃশাবস্থায়,

---

وانت وجيه فى حضرتى - اخترتك لنفسى - اذ غضبت غضبت وكلما احببت احببت - آثرك الله على كل شئ - الحمد لله الذى جعلك المسيح ابن مريم - لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون وكان وعداً مفعولا - يعصمك الله من العدا - ويسطوا بكل سطا - ذالك بما عصوا وكانوا يعتدون - اليس الله بكاف عبده - يا جبال اوبى معه والطير - كتب الله لاغلبن انا ورسلى وهم من بعد غلبهم سيغلبون - ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون - ان الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم - سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم ايها المجرمون —

[অর্থাৎ, "আমি আমার রসূলের সহিত দাঁড় থাকিব এবং ভৎ'সনা-কারীদিগকে ভৎ'সনা করিব এবং চির-সম্পদ তোমাকে প্রদান করিব। স্বর্গে তোমার জন্য এক মহা-মর্য্যাদা আছে এবং যাহারা দেখিতে পায়, তাহাদের নিকটও তোমার মর্য্যাদা আছে। আমি তোমার জন্য 'চিহ্ন প্রদর্শন করিব এবং তাহারা যে সমস্ত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করে, তাহা ধূলিসাৎ করিব। তাহারা বলিল, 'পৃথিবীতে বিপ্লব জন্মায়, এমন ব্যক্তিকে কি আপনি খলিফা করেন?' তিনি বলিলেন, 'তাহার সম্বন্ধে আমি যাহা জানি, তাহা তোমরা জান না।' যে ব্যক্তি তোমাকে অবমাননা করিতে চাহিবে আমি তাহাকে অবমানিত করিব। ভয় করিও না; আমার নিকট আমার রসূল কোন শত্রুকে ভয় করেন না। খোদার আদেশ আসিতেছে; অতএব, তোমরা ত্বরা করিও না। ইহা সেই সুসংবাদ, যাহা আবাহমান কাল হইতে নবিগণ প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন। হে আমার আহ্‌মদ, তুমি আমার অভিপ্রেত এবং আমার সঙ্গে আছ। তুমি আমার নিকট আমার 'তৌহীদ-তফ্‌রীদ' বা একত্বের ন্যায়। তুমি আমার একান্ত নৈকট্য লাভ করিয়াছে, যহা পৃথিবী অবগত নয়। তুমি আমার সমীপে সম্মানিত। আমি তোমোকে আমার জন্য গ্রহণ করিয়াছি। যাহার প্রতি তুমি ক্রোধান্বিত হও, আমি তাহার প্রতি ক্রোধান্বিত হই, এবং যাহ,কে তুমি ভালবাস, তাহাকে আমি ভালবাসি। খোদা তোমাকে সর্ব্ব বস্তু হইতে নির্ব্বাচন করিয়াছেন। সেই খোদার প্রশংসা, যিনি তোমাকে মরিয়ম-তনয় মসিহ্‌ করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যে কোন প্রশ্ন হইতে পারে না, মানুষের কাজে প্রশ্ন হয়। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অব্যর্থ। খোদা তোমাকে শত্রুদের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিবেন। যে ব্যক্তি তোমাকে আক্রমণ করিবে, তিনি তাহাকে আক্রমণ করিবেন। কারণ, তাহারা সীমা অতিক্রম করিয়াছে এবং অবাধ্যতার পথে চলিয়াছে। খোদা কি তাঁহার দাসের পক্ষে যথেষ্ট নহেন? হে পর্ব্বত সকল, ওহে বিহঙ্গগণ, আমার দাসের সহিত অকুলভাবে ও তন্ময়-চিত্তে আমাকে স্মরণ কর। খোদা লিখিয়া রাখিয়াছেন, 'আমি ও আমার রসূলগণ জয়ী হইব, এবং তাহারা জয়ী হওয়ার পর নিশ্চয়ই পরাজিত হইবে।' নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তাহাদের সঙ্গে আছেন, যাহারা প্রকৃত ধর্ম্ম-শীলতা ('তক্‌ওয়া') অবলম্বন করে এবং সৎ-কার্য্যে ব্রতী হয়। যাহারা ঈমান আনে, খোদার নিকট তাহাদের জন্য প্রকাশ্য ও আভ্যন্তরীন পূর্ণ মর্য্যাদা আছে। তোমাদের সকলের প্রতি সেই খোদার আশীর্ব্বাদ, যিনি সৎ-কার্য্যের বারম্বার পুরস্কার প্রদান করেন, যিনি বিশ্ব-প্রতিপালক— 'রাব্ব ও রহীম'। হে সম্বন্ধবিচ্ছেদকারী, অপরাধিগণ, আজ তোমরা পৃথক হও।"] —অনুবাদক।

একটি **আঞ্জোমনের** প্রয়োজন, যেন এইরূপ আয়ের টাকা, যাহা বিভিন্ন সময়ে জমা হইতে থাকিবে, ইস্‌লামের বাণীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠাকল্পে ও 'তৌহীদ' প্রচারে যেভাবে সঙ্গত বিবেচনা করেন, ব্যয় করেন।

(২) দ্বিতীয় সর্ত্ত এই, সমগ্র জমাত হইতে এই কবর-স্থানে শুধু তাহারাই সমাহিত হইবে, যাহারা এই **'ওসিয়ত'** করিবে যে, তাহাদের মৃত্যুর পর তাহাদের ত্যক্ত **সমুদয় সম্পত্তির দশমাংশ** এই সেল্‌সেলার নির্দ্দেশানুসারে ইস্‌লামের বিস্তার ও কোরানের শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যয় হইবে। খাটি ও পূর্ণ বিশ্বাসী 'সাদেক ও কামেলুল্‌-ইমান' প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় **'ওসিয়তে'** ইচ্ছা করিলে, ইহাপেক্ষাও অধিক লিখিয়া দিতে পারিবে। কিন্তু, ইহাপেক্ষা ন্যূন হইবে না। এই আয় সাধু ও বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সম্বলিত একটি **আঞ্জোমনের** সপোর্দ্দ থাকিবে। তাঁহারা, পরস্পর পরামর্শানুক্রমে, ইস্‌লামের উন্নতি, কোরানের জ্ঞান প্রসার ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক বিস্তার এবং সেল্‌সেলার প্রচারক-গণের জন্য, উপরোক্ত নির্দ্দেশানুসারে, তাহা ব্যয় করিবেন। খোদা-তা'লার অঙ্গীকার আছে যে, তিনি এই সেল্‌সেলাকে উন্নতি প্রদান করিবেন। এজন্য আশা করা যায় যে, ইস্‌লাম বিস্তারের জন্য এরূপ অর্থের বহু সমাগম হইবে; এবং ইস্‌লাম প্রচারে যাবতীয় প্রয়োজনীয় ব্যাপার, যাহার বিস্তৃতা-লোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার এখনো সময় আসে নাই, তৎ সমুদয়ই এই অর্থ দ্বারা নির্ব্বাহ হইবে। যখন এই কার্য্য-পরিচালকগণের এক সম্প্রদায় ইহধাম ত্যাগ করিবেন, তখন তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত যাঁহারা হইবেন, তাঁহাদেরও ইহাই কর্ত্তব্য হইবে যে, তাঁহারা সেই সমুদয় কার্য্য সেল্‌সেলা আহ্‌মদীয়ার নির্দ্দেশা-নুযায়ী পরিচালন করিবেন। এই অর্থে, 'এতীম,' 'মিস্‌কীন' ও 'নও-মোসলেম', যাহাদের জীবিকার যথেষ্ট উপায় নাই অথচ সেল্‌সেলা আহ্‌মদীয়া-ভুক্ত, তাহাদেরও 'হক্‌' থাকিবে। সেই অর্থ ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা বৃদ্ধি করা সঙ্গত হইবে।

মনে করিও না, সে এ সব কল্পনাতীত কথা। তাহা নয়, বরং স্বর্গ ও পৃথিবীর অধিপতি, সর্ব্ব-শক্তিমান, 'কাদের' খোদার ইহা 'এরাদা'। এ অর্থ সমাগম কিরূপে হইবে, এরূপ জমাত কিরূপে উৎপন্ন হইবে, যাহারা ইমানের তেজ-দীপ্ত হইয়া এরূপ বীরত্ব-পূর্ণ ক্রিয়া সম্পাদন করিবে, সে সম্বন্ধে আমার কোনই ভাবনা নাই, বরং আমার ভাবনার বিষয়, আমাদের সময়ের পর, যাহাদের হস্তে এই অর্থ সপোর্দ্দ করা হইবে, তাহারা যেন অর্থ-প্রাচুর্য্য সন্দর্শন করিয়া ভ্রান্ত না হইয়া পড়ে এবং সংসার-প্রেমে আবদ্ধ না হয়। তাই, আমি দোয়া করিতেছি, সর্ব্বদাই যেন এই সেল্‌সেলা এমন বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণ প্রাপ্ত হন, যাঁহারা খোদার জন্য কাজ করিবেন। অবশ্য, যাঁহাদের জীবিকার কোন সংস্থান নাই, তাঁহাদের সাহায্য স্বরূপ, খরচ ইহা হইতে দেওয়া সঙ্গত হইবে।

(৩) তৃতীয় সর্ত্ত, এই কবর-স্থানে যাঁহারা সমাহিত হইবেন, তাঁহারা হইবেন **'মোত্তাকী'**, সর্ব্বপ্রকার **'হারাম'** হইতে আত্ম-রক্ষী, 'শেরেক' ও 'বেদাত' জনক কার্য্য হইতে সম্পূর্ণ বিমুখ—খাঁটি ও সরলান্তঃকরণ মোসলমান।

প্রত্যেক 'সালেহ' ('নেক') ব্যক্তি, যাহার কোনই সম্পত্তি নাই এবং সে কোন প্রকার আর্থিক সেবা করিতে পারে না, যদি ইহা প্রমাণিত হয় যে, সে ধর্ম্মের জন্য তাহার জীবন 'ওয়াক্‌ফ্‌' করিয়া রাখিয়াছিল এবং 'সালেহ' ছিল, তবে সে এই কবর-স্থানে সমাহিত হইতে পারিবে।

দ্রষ্টব্য

(১) যিনিই উপরোক্ত সর্ত্ত অনুযায়ী কোন 'ওসিয়ত' করিতে চান, তাঁহার 'ওসিয়ত' সংক্রান্ত কার্য্য, তাঁহার মৃত্যুর পর করা হইবে। কিন্তু, 'ওসিয়ত' লিখিয়া এই সেল্‌সেলার ভার-প্রাপ্ত কার্য্য-নির্ব্বাহকের হস্তে সপোর্দ্দ করিতে হইবে। সেইরূপ, 'ওসিয়ত' মুদ্রিত করিয়াও প্রকাশ করিতে হইবে। কারণ, মৃত্যুকালে অধিকাংশ স্থলে 'ওসিয়ত' লিখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। তারপর, স্বর্গীয় নিদর্শন ও বিপদ সমূহের সময় নিকটবর্ত্তী। **তজ্জন্য, খোদা-তা'লার নিকট তাহাদের অত্যন্ত মর্য্যদা আছে, যাহারা নিরাপদ সময়ে 'ওসিয়ত' সম্পাদন করে। এই 'ওসিয়তের' ফলে, যাহার অর্থ স্থায়ীভাবে সাহায্য করিবে, তাহার স্থায়ীভাবে 'সাওয়াব' হইবে, এবং তাহা 'খয়রাতে-জারীয়া' বা স্থায়ী দান স্বরূপ হইবে।**

(২) প্রত্যেকেই, যিনি অন্যত্র দূরবর্ত্তী স্থানে, এদেশের অন্য কোন অংশে বসবাস করেন, তিনি উল্লিখিত সর্ত্তগুলি যথার্থভাবে পালন করিলে, তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ তাঁহার মৃত্যুর পর, একটি সিন্দুকের মধ্যে স্থাপন করিয়া, তাঁহার শব কাদিয়ানে পৌছাইয়া দিবেন। এই কবর-স্থান সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে, অর্থাৎ সেতু প্রভৃতি নির্ম্মিত হওয়ার পূর্ব্বে কাহারও মৃত্যু ঘটিলে—

যিনি সর্ত্তানুসারে এই কবর-স্থানে সমাহিত হইবেন—তাঁহাকে 'আমানত' স্বরূপ সিন্দুকের মধ্যে রাখিয়া স্বস্থানে 'দাফন' করিতে হইবে। অতঃপর, কবরস্থান সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যাদি সমাপ্ত হইলে, তাঁহার শবাধার কাদিয়ানে আনয়ন করিতে হইবে। কিন্তু, যাঁহাকে সিন্দুক ছাড়াই সমাহিত করা হইবে, তাঁহাকে তাঁহার 'কবর' হইতে হইতে বহিষ্কৃত করা সঙ্গত হইবে না। *

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, খোদাতা'লার অভিপ্রায় এই যে, এইরূপ 'কামেলুল্-ইমান,' পূর্ণ বিশ্বাসিগণ একই স্থানে সমাহিত হইবেন—যাহাতে ভবিষ্যদ্বংশধরগণ একই স্থানে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া, তাহাদের ইমান তাজা করিতে পারে এবং যাহাতে তাঁহাদের কার্য্যাবলী অর্থাৎ খোদার জন্য তাঁহারা ধর্ম্মের যে সেবা করিয়াছেন, সর্ব্বদাই জাতির সম্মুখে দেদীপ্যমান থাকে।

পরিশেষে, আমি দোয়া করিতেছি, খোদাতা'লা একাজে প্রত্যেক 'মুখ্‌লেস,' অকপট ব্যক্তিকে সাহায্য করুন এবং ইমানের তেজ ও উৎসাহ তাঁহাদের মধ্যে উৎপন্ন করুন এবং তাঁহাদের পরিণাম উত্তম, 'খাতেমা-বিল্-খায়র' করুন। আমীন।

একথাও বলা আবশ্যক যে, আমার **জামাতের মধ্যে প্রত্যেকেই**, যিনি এই লিপিকা প্রাপ্ত হইবেন, তিনি তাঁহার বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে ইহা প্রচার করিবেন ও স্বীয় ভবিষ্যদ্বংশধরগণের জন্য ইহা সযত্নে রক্ষা করিবেন এবং বিরুদ্ধবাদিগণকেও ভদ্রভাবে ইহার সম্বন্ধে জ্ঞাত করিবেন এবং সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বাক্য শ্রবণে ধৈর্য্যধারণ করিবেন এবং দোয়ায় নিমগ্ন থাকিবেন।

---

* কোন অজ্ঞ ব্যক্তি যেন এই কবরস্থান ও ইহার পরিচালন ব্যাপরেকে 'বেদাতের' অন্তর্গত বলিয়া ভ্রম না করে। কারণ, খোদার 'ওহি' অনুযায়ী এই ব্যবস্থা। ইহাতে মানুষের কোন অধিকার নাই। তারপর, কেহ যেন একথা মনে না করে যে, শুধু এই 'কবর-স্থানে' প্রবিষ্ট হইলেই কোন ব্যক্তি কিরূপে 'বেহেস্তী' হইতে পারে? কারণ, এ অর্থ নয় যে, এই ভূমি কাহাকেও 'বেহেস্তী' করিয়া দিবে, বরং খোদার বাক্যের মর্ম্ম এই যে, কেবল-মাত্র 'বেহেস্তীগণই' ইহাতে সমাহিত হইবেন।

হাঁপ কাশের বড়ী

ব্যবহার মাত্র শ্বাস যন্ত্রণা নিবারণ হয়; নিয়মিত সেবনে নিরাময় করে;
পুরাণ জমাট কাশ তরল করিয়া উঠাইয়া দেয়।
মূল্য ১৸০ আনা, স্যাম্পল চারি আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

এ, এ, কে, চৌধুরী, নাটোর, রাজসাহী

হাদিসের যৎকিঞ্চিৎ

(মোহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার, আহমদী)

(১)

ابو هريرة ثلثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم رجل على فصل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لاخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذالك و رجل بايع اماما لا يبايعه الا الدنيا فان اعطاه منها وفى وان لم يعط منها لم يف —

—'বোখারী ও মোস্‌লেমে,' আবু-হোরায়্‌রা (রাঃ) হইতে 'রেওয়াএত' আছে যে, হজরত (সাঃ) বলিয়াছেন, "তিন ব্যক্তির সহিত আল্লাতা'লা কেয়ামতের কথা বলিবেন না, তাহাদের প্রতি তাকাইবেনও না এবং তাহাদিগকে গোনাহ্‌ হইতে 'পাক' বা পবিত্রও করিবেন না। তাহাদের জন্য ভীষণ কষ্টপ্রদ 'আজাব' আছে। (১) প্রথম, সেই ব্যক্তি, বন মধ্যে তাহার নিকট প্রয়োজনাতিরিক্ত জল থাকা সত্বেও পথিক, মোসাফেরকে সেই জল দিতে নিষেধ করে। (২) দ্বিতীয়, সেই ব্যক্তি, যে কাহারো নিকট কোন জিনিষ 'আসর' নামাজের পর বিক্রয় করে এবং তাহার সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র 'কসম' (শপথ) করিয়া বলে, যে সে এত বা এত মূল্যে তাহা ক্রয় করিয়াছে এবং ইহাতে সে ব্যক্তি তাহাকে সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লয়, তথচ সে ঐ মূল্যে সেই জিনিষ ক্রয় করে নাই, (অর্থাৎ যে ব্যক্তি এইরূপ মিথ্যা কথা বলে বা দিব্য করে)। (৩) তৃতীয়, সেই ব্যক্তি, যে শুধু দুনিয়ার জন্য কোন ইমামের বয়েত করে। সুতরাং, যদি তিনি তাহাকে পথিব কিছু দেন, তবে সে তাহার অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং যদি সে দুনিয়ার কোন কিছু না পায়, তবে অঙ্গীকার পূর্ণ করে না।"

(মাশরেকুল্‌-আন্‌ওয়ার, ৩২২ পৃঃ)

(২)

ابو هريرة ثلثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم شيخ زان وملك كذاب وعائل متكبر —

—'মোস্‌লেমে' আবু-হোরায়্‌রা (রাঃ) হইতে 'রেওয়াএত' আছে যে, হজরত রসুল করিম (সাঃ) বলিয়াছেন, "তিন ব্যক্তির সহিত আল্লাহ্‌-তালা কেয়ামতে কথা বলিবেন না; তাহাদিগকে গোনাহ্‌ হইতে পবিত্রও করিবেন না এবং তাহাদের প্রতি করুণাবশে দৃক্‌পাতও করিবেন না। তাহারা ভীষণ 'আজাব' ভোগ করিবে। (১) প্রথম, ব্যভিচারী বৃদ্ধ। (২) দ্বিতীয়, মিথ্যাবাদী (বা প্রতারক) বাদশাহ্‌। (৩) তৃতীয় গর্ব্বিত অভাবগ্রস্ত গৃহ-স্বামী (যে অহঙ্কার বশতঃ বয়তুল্‌-মাল হইতে তাহার হক্‌ লয় না, বা চাকুরী কিম্বা কোন ব্যবসা দ্বারা পরিজন পালন করে না)।

(তোহ্‌ফাতুল্‌-আখ্‌ইয়ার, ৩২৩ পৃঃ)

ابو هريرة ياتى يوم القيامة بصلوة وصيام وزكوة ويأتى قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا —

(৩)

'মোস্‌লেম্‌' হজরত আবু-হোরায়রা (রাঃ) হইতে 'রেওয়াএত' আছে যে, আঁ-হজরত (সাঃ) একদা সাহাবীদিগকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি জান যে, দরিদ্র কে?" সাহেবাগণ উত্তর করিলেন, "যাহার নিকট টাকা পয়সা, আসবাব পত্র কোনই থাকে না।" আঁ-হজরত (সাঃ) বলিলেন, "শরীয়তে 'মোফ্‌লেস্‌' বা দরিদ্র তাহাকেই বলা হয়, যে কেয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত হইবে যে, সে নামাজী ও ছিল রোজাদারও ছিল, জাকাত ও দান করিত, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে কাহাকেও গালী দিয়াছে, কাহারো বিরুদ্ধে অশ্লীল রটনা করিয়াছে, কাহারো অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছে, কাহাকেও বধ করিয়াছে, এবং কাহাকেও আঘাত করিয়াছে। এব্যক্তি সম্বন্ধে খোদা এই বিচার করিবেন যে, তাহার 'নেকী' (১) যাহাকে গালী দিয়াছে, (২) যাহার বিরুদ্ধে অশ্লীল রটনা করিয়াছে, (৩) যাহার অর্থ আত্ম-সাৎ করিয়াছে, (৪) যাহাকে বধ করিয়াছে, এবং (৫) যাহাক আঘাত করিয়াছে—তাহাদিগকে দেওয়া হউক; যদি তাহার 'নেকী' নিঃশেষ হইয়া থাকে এবং তাহাতে হিসাব পরিষ্কার না হয়, তবে তাহাদের 'বদী' (পাপ) সেই ব্যক্তির উপর চাপান হউক এবং তাহাকে 'জাহান্নামে' নিক্ষেপ করা হউক। ('মিশ্‌কাত', ৪২৭ পৃঃ, 'আলফজল', ২৬ জেল্‌দ, ১৮২ সংখ্যা, ৪ পৃঃ)।

আহ্‌মদীয়া মতবাদ

[মৌলবী আহসানুল্লাহ্‌ সিকদার, পোঃ আঃ ইমে, লোয়ার বার্ম্মা]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আহমদী ও গয়ের-আহমদিগণের মধ্যে প্রভেদ

আহমদী ও গয়ের-আহমদিগণের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে মতভেদ আছে। (১) গয়ের-আহ্‌মদিগণ বিশ্বাস করে যে, হজরত ঈসা (আঃ) সশরীরে জীবিতাবস্থায়, আকাশে আরোহণ পূর্ব্বক, প্রায় দুই হাজার বৎসর যাবৎ, মানবের যাবতীয় অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যাদি ব্যতীত বসিয়া আছেন। আর আহমদিগণ কোরান ও হাদিস দ্বারা প্রমাণ করিতেছে এবং বিশ্বাস করিতেছে যে, হজরত ঈসা ও (আঃ) অন্যান্য নবিগণের ন্যায় ওফাৎ প্রাপ্ত হইয়াছেন। (২) গয়ের-আহমদিগণের বিশ্বাস, হজরত রসুল করীমের (সাঃ) পর "তশ্‌রয়ী ও গয়ের-তশ্‌রয়ী" (শরিয়ৎধারী ও শরিয়ৎবিহীন) উভয় প্রকার নবুওৎ বন্ধ; তাঁহার ওম্মতের কেহই খোদাতা'লার এই নেয়ামতের কোন অংশ পাইতে পারে না। আর আমাদের বিশ্বাস যে, শরিয়ৎধারী নবুওৎ নিশ্চয় বন্ধ হইয়াছে; তবে ইসলামের সংস্কারকরূপে এমন নবী আসিতে পারেন, যিনি রসুলুল্লাহ্‌র (দঃ) ওম্মত ও সেবক হইবেন। এরূপ নবী তাঁহার ওম্মতের মধ্যে আবিভূ'ত হইলে, তাঁহার সম্মানের বা নবুওতের কোন হানী হয় না, বরং শ্রেষ্ঠত্ব বৃদ্ধি পায়। (৩) গয়ের-আহমদিগণের বিশ্বাস যে, ইসলামের প্রতিশ্রুত সংস্কারক সশরীরে আকাশ হইতে অবতরণ করিবেন এবং তিনি স্বয়ং হজরত ইসা (আঃ) হইবেন। আমাদের বিশ্বাস যে, প্রতিশ্রুতসংস্কারক আবিভূ্ত হইয়াছেন এবং তিনি স্বয়ং **হজরত মির্জা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী** (আঃ)। ধন্য সে, যে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছে।

হজরত ইসার (আঃ) মৃত্যুতেই ইসলামের জীবন

বর্ত্তমান মুসলমানগণের বিশ্বাস যে, হজরত ইসা (আঃ) দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে সশরীরে, জীবিতাবস্থায়, আকাশে আরোহণ করিয়াছেন, এবং কোন এক অজানা সময়ে ওম্মতে মোহাম্মদীয়ার সংস্কারকরূপে পৃথিবীতে অবতরণ করিবেন। এই বিশ্বাসের দরুণই তাহারা 'প্রতিশ্রুত মসিহ্‌ ও মাহ্‌দী' **হজরত আহমদকে** (আঃ) গ্রহণ করিতেছে না। আজ হইতে দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে হজরত ইসার (আঃ) আবির্ভাব কালে ইহুদিগণও ঠিক এইরূপ আপত্তি করিয়াছিল। তাহারা হজরত ইসাকে (আঃ) বলিয়াছিল যে, তাঁহার পূর্ব্বে ইলিয়া নবীর আকাশ হইতে অবতরণ করা দরকার; এবং ইহাও সত্য ও যে, তাহাদের এল্‌হামী কেতাব সালাতিন ২$\frac{২}{১১}$ আয়াতে স্পষ্ট লেখা আছে, "ইলিয়া রথে চড়িয়া আকাশে গিয়াছেন" এবং "মালাকী" $\frac{৪}{৫}$ আয়াতে ইসার (আঃ) পূর্ব্বে ইলিয়ার দ্বিতীয় আগমণ সম্বন্ধেও ভবিষ্যদ্বাণী আছে, কিন্তু হজরত ইসা (আঃ) হজরত ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ) সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, "ইনিই তিনি, যাঁহার আগমণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। ইচ্ছা হয় ত গ্রহণ কর। যাহার শুনিবার কাণ আছে, শুন।" (বাইবেল, মথি $\frac{১১}{১৪}$ আয়েৎ)। এখন দেখা যাইতেছে যে, হজরত ইসার (আঃ) নিকট কোন নবীর "জীবিতাবস্থায় আকাশে আরোহণ করা ও সশরীরে পুনরায় অবতরণ করা", একটি অনর্থক ও খোদাতা'লার সুন্নতের বিপরিত বিষয়, বলিয়া পরিগণিত ছিল।

প্রিয় পাঠকগণ! যে, ইসা (আঃ) "কোন নবীর সশরীরে আকাশে আরোহণ ও পুনরায় অবতরণের", স্বয়ং বিরোধি ছিলেন, তিনি কেমন করিয়া নিজেই আকাশ হইতে আসিবেন? আমাদের বিশ্বাস, যদি কোন নবীকে জীবিত রাখিবার আবশ্যক হইত, তবে আমাদেরই প্রভু হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আরবীকেই রাখা হইত। বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, মুসলমান ভাইগণ হজরতের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ও ভক্তির দাবী করিয়াও হজরতের পবিত্র দেহ মদিনার মাটীর নিচে সমধীস্থ বলিয়া বিশ্বাস রাখেন, আর হজরত ইসাকে (আঃ) জীবিতাবস্থায় আকাশে আছেন বলিয়া বিশ্বাস করেন। পৃথিবীতে এমন কোন নবীর আবির্ভাব হয় নাই, যাঁহাকে কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই। হজরত ইব্রাহিমকে (আঃ) জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল, হজরত মুসাকে (আঃ) দেশান্তরিত ও হজরত ইউসুফ কে (আঃ) দীর্ঘকাল কারারুদ্ধ রাখা হইয়াছিল। আমাদের প্রভু, নবী-শ্রেষ্ঠ হজরত মোহাম্মকে (সাঃ) যে কত কষ্ঠ সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহা প্রত্যেক মুসলমান ভ্রাতার জানা আছে। কিন্তু, খোদাতালা কাহাকেও জীবিত আকাশে

উত্তোলন করেন নাই, বরং পৃথিবীতে রাখিয়াই তাঁহাদের দ্বারা সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করাইয়াছেন। অতএব, আমরা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি যে, খোদাতালা হজরত ইসার (আঃ) সহিত, অন্যান্য সকল নবী হইতে পৃথক ব্যবহার করিয়াছেন? ইহাতেই কি প্রতিপন্ন হয় না যে, তাহাদের বিশ্বাসানুসারে, হজরত ইসা (আঃ) সকল নবী হইতে, বিশেষ করিয়া হজরত মোহাম্মদ (দঃ) হইতে, খোদাতালার অধিক প্রিয় ছিলেন! (নাওজুবিল্লাহ)

বলা বাহুল্য যে, হজরত ইসা (আঃ) জীবিত আছেন বলিয়া বিশ্বাস করার নামই, ইসলামকে ধ্বংস করা। এই বিশ্বাসের সাহায্যেই, খৃষ্টানগণ লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে, খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারিয়াছে। এই সকল তাণ্ডবলীলা যখন প্রলয়াকার ধারণ করিল, তখনই খোদাতালা, তাঁহার ইস্‌লাম রক্ষার প্রতিজ্ঞানুযায়ী, হজরত মসিহ্‌ ও মাহ্‌দীকে (আঃ) প্রেরণ করিলেন। হজরত আহ্‌মদ (আঃ) জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিলেন যে, হজরত ইসা (আঃ) ও অন্যান্য নবীদের ন্যায় 'ওফাৎ' প্রাপ্ত হইয়াছেন। শুধু মৌখিক নয়, পবিত্র কোরান ও হাদিস দ্বারা তিনি অকাট্যরূপে হজরত ইসার (আঃ) মৃত্যু সপ্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রমাণের বিরুদ্ধে প্রমাণ দিতে, বিরুদ্ধবাদিগণকে সহস্র সহস্র টাকার পুরস্কার সম্বলিত ঘোষণা সহ চ্যালেঞ্জ দিয়াছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেহই তাঁহার প্রমাণের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পেশ করিতে পারে নাই। হজরত ইসার (আঃ) মৃত্যুর সপক্ষে কয়েকটি প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

(১) খোদাতালা হজরত মোহাম্মদকে (দঃ) বলিতেছেন, "হে রসুল! তোমার পূর্ব্বে আজ পর্য্যন্ত কাহাকেও অমর করি নাই। অতএব, ইহা কি হইতে পারে যে, তুমি মরিয়া যাও, আর তাহারা জীবিত থাকে।" (সুরাহ্‌ আম্বিয়া, ৩য় রুকু) এই আয়াৎ দ্বারা হজরত ইসার মৃত্যু প্রমাণিত হইতেছে। কারণ, তিনি মানুষ ছিলেন, বিশেষ করিয়া হজরত মোহাম্মদের (দঃ) পূর্ব্ববর্ত্তী মানুষ।

(২) 'হাশরের' দিন খোদাতালা, হজরত ইসাকে (আঃ) খৃষ্টানগণের ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং শিক্ষা দিয়াছিলেন কিনা, জিজ্ঞসা করিলে, হজরত ইসা (আঃ) তাহাতে অস্বীকার করিয়া বলিবেন যে, "আমি তাহাদিগকে ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া দূরের কথা, আমার জীবিতাবস্থায় এবং উপস্থিতি কালে তাহাদের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রকাশ পায় নাই। আমি যতদিন তাহাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন তাহাদের কার্য্যবিধির সাক্ষী ছিলাম। কিন্তু যখন তুমি আমার মৃত্যু দান করিলে, তখন তুমিই তাহাদের রক্ষক ছিলে।" (সুরাহ্‌ মায়েদা, ১৬ রুকু)

ত্রিত্ববাদের বিশ্বাস খৃষ্টানগণের মধ্যে প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে কিনা, জগৎ তাহার সাক্ষী। খৃষ্টানদের মধ্যে যখন ত্রিত্ববাদ প্রসার লাভ করিয়াছে, তখন হজরত ইসাকে (আঃ) জীবিত বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। কারণ, হজরত ইসা (আঃ) নিজেই বলিবেন, (ক) "আমার জীবিত কালে এই বিশ্বাস তাহাদের মধ্যে প্রকাশ পায় নাই।" খৃষ্টানগণ ত্রিত্ববাদ বিশ্বাস করিতেছে। সুতরাং হজরত ইসা (আঃ) জীবিত নাই। (খ) যতদিন তিনি তাহাদের মধ্যে ছিলেন, ততদিন তাহাদের সাক্ষী ছিলেন। বর্ত্তমানে নাই। কাজেই, ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধে সাক্ষী ও দিতে পারিবেন না।

এখানে, কোন কোন নির্ব্বোধ বলিয়া থাকে যে, এখন আকাশে থাকার দরুণ তিনি ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধে অজ্ঞ। ইহার সহজ উত্তর এই যে, তাহাদের বিশ্বাস মতে, তিনি আকাশ হইতে যখন দ্বিতীয়বার আসিবেন, তখন কি জগতে খৃষ্টানগণ থাকিবে না? যদি না থাকে, তবে তাঁহার আসিবার প্রয়োজন কি? খৃষ্টানগণের ত্রিত্ববাদ ও ক্রুশ ধ্বংস করাই প্রতিশ্রুত মসিহ্‌র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য হইবে বলিয়া, হজরত রসুল করীম (দঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন।

(৩) 'ওহোদের' যুদ্ধ কালে, কাফেরগণ যখন হজরতের হত্যার সংবাদ প্রচার করিতেছিল, তখন কোন কোন সাহাবা রণ-ভঙ্গ করিয়া পলায়ণ করিতে চাহিলে, খোদাতা'লা তাহাদিগকে পূর্ব্ববর্ত্তী নবিগণের মৃত্যু সংবাদ জানাইয়া, সান্ত্বনা দিয়াছিলেন— অমরত্ব ঘোষণা করিয়া নহে। খোদাতা'লা বলিতেছেন, "মোহাম্মদ (দঃ) একজন রসুল বই আর কিছুই নহেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সকল রসুল মৃত্যুলাভ করিয়াছেন। অতএব, তিনি যদি মরিয়া যান বা নিহত হন, তবে কি তোমরা ফিরিয়া যাইবে?" (সুরাহ্‌ আল্‌-এমরান, ১৫ রুকু)। এই আয়াৎ দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, হজরত ইসার (আঃ) মৃত্যু হইয়াছে। কারণ, তিনি রসুল, বিশেষ করিয়া, হজরত মোহাম্মদের (দঃ) পূর্ব্ববর্ত্তী রসুল ছিলেন।

(৪) খোদাতা'লা সমস্ত আদম-সন্তানকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "তোমরা এই মাটীতেই জীবন যাপন করিবে, ইহাতেই মরিবে এবং এই মাটী হইতেই পুনরায় উত্তোলিত হইবে।" (সুরাহ্‌ আ'রাফ, ২য় রুকু)। কোরান করীম দ্বারা জানা যায় যে হজরত ইসা (আঃ) আদম সন্তান ছিলেন। সুতরাং, "আদম

সন্তান হিসাবে" এই আয়াৎ দ্বারা, তাঁহার আকাশে আয়রাহণ করার বিশ্বাসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

(৫) হজরত ইসা (আঃ) বলিয়াছেন, "খোদাতা'লা আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে, আমি যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন পর্য্যন্ত নামাজ পড়িব ও জাকাৎ আদায় করিব।" (সুরাহ্ মরিয়ম, ২য় রুকু)। যাহারা হজরত ইসাকে (আঃ) জীবিত বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহারা কি বলিতে পারে যে, বর্ত্তমানে তিনি ঐ জাকাতের টাকা কাহাকে দিতেছেন?

হাদীসে হজরত ইসার (আঃ) মৃত্যু

(১) হজরত রসুল করিম (দঃ) বলিয়াছেন, "যদি মুসা ও ইসা (আঃ) জীবিত থাকিতেন, তবে আমার সেবা করা ব্যতীত তাঁহাদের অন্য উপায় ছিল না।" (ফত্‌হুল্ বয়ান, ২য় খণ্ড-২৪৬ পৃঃ)

(২) হজরত রসুল করিম (দঃ) বলিয়াছেন, "হজরত ইসা (আঃ) ১২০ বৎসর জীবিত ছিলেন, এবং আমি ৬০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিব।" (কন্‌জুল-আম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১২০ পৃঃ)

(৩) হজরত আয়েসা সিদ্দিকা (রাঃ) সাক্ষী দিয়াছেন যে, "হজরত ইসা (আঃ) ১২০ বৎসর বয়স পাইয়াছিলেন।" (জরকানী, ১ম খণ্ড, ৪২ পৃঃ)

হজরত ইসার (আঃ) মৃত্যু সম্বন্ধে সাহাবাদের সাক্ষ্য

(১) হজরত রসুল করিমের (দঃ) ওফাৎ হইলে, সাহাবাগণ শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। এমন কি, হজরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, "যে ব্যক্তি হজরতের মৃত্যু হইয়াছে বলিবে, আমি তাহার গর্দ্দান উড়াইয়া দিব।" তখন, হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) সকলের সম্মুখে একটি খোৎবা পাঠ করিলে সকলেই শান্ত হইলেন এবং হজরত ওমর (রাঃ) প্রমুখ সাহাবাগণ 'হজরতের মৃত্যুতে' বিশ্বাস করিলেন। খোৎবাটি এই :—

"তোমাদের মধ্যে যাহারা হজরতের উপাসনা করিতে, তাহারা জানিয়া লও যে, আজ হজরত (দঃ) ওফাৎ পাইয়াছেন। আর যাহারা খোদাতা'লার উপাসনা করিতে, তাহারা জ্ঞাত হউক যে, খোদাতা'লা জীবিত ও চিরকাল থাকিবেন। খোদাতা'লা স্বয়ং বলিতেছেন, মোহাম্মদ (দঃ) একজন রসুল ভিন্ন আর কিছুই নহেন, এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সকল রসুল ওফাৎ পাইয়াছেন।" (বোখারী)।

এতদ্ব্যতীত, হজরত ইমাম হাসান (রাঃ), হজরত ইমাম মালেক (রাঃ) প্রভৃতি মহাপুরুগণ ও হজরত ইসাকে (আঃ) মৃত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন।

নবুওত

গয়ের-আহমদী ও আহমদী গণের ২য় মতভেদ নবুয়ৎ সম্বন্ধে। তাহাদের বিশ্বাস যে, হজরত রসুল করিমের (দঃ) পর সকল প্রকার নবুওতই বন্ধ। প্রকৃতপক্ষে, তাহাদের এই বিশ্বাস, নূতন বিশ্বাস নহে। পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণের সময়েও লোকের মনে এইরূপ বিশ্বাস স্থাপিত হইত। কিন্তু খোদাতা'লা তাহাদের এই বিশ্বাসকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

(১) হজরত ইউসুফের (আঃ) মৃত্যুর পর, তাঁহার ওম্মৎগণ বলিত যে, আর কোন নবী আসিবেন না। (সুরাহ্ মোমেন ৪ রুকু)

(২) ইহুদীগণের 'এজ্‌মা' এই যে, হজরত মুসার (আঃ) পর আর কোন নবী আসিবেন না। (মোস্‌লেম শরীফ, ২য় খণ্ড ১৭০ পৃঃ)

(৩) তারপর, হজরত রসুল করীমের (দঃ) আবির্ভাব কালে, কেবল মানুষ নয়, জিনগণেরও এই বিশ্বাস ছিল যে, আর কোন নবী হইবে না। (সুরাহ্ জিন, ১ম রুকু)

বন্ধুগণ, তাহাদের এই বিশ্বাস কি সত্য হইয়াছে? কখনও না, বরং এই বিশ্বাসের দরুণই তাহারা নবিগণকে গ্রহণ করে নাই এবং নিজেরাই ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

কোরান করীমে এমন কোন 'আয়াৎ' নাই, যদ্বারা হজরত রসুল করিমের (সাঃ) পর সকল প্রকার নবুওত বন্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, বরং বহু 'আয়াৎ' নবী আসিবে বলিয়া সাক্ষ্য দিতেছে! নিম্নে কয়েকটী উদ্ধৃত করা হইল :—

(১) "যেরূপ তিনি 'তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণকে' খলীফা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ নিশ্চয় তিনি 'তাহাদিগকেও' জগতে খলীফা করিবেন, এবং তাহাদের জন্য তাহার মনোনীত ধর্ম্মকে তিনি নিশ্চয় সুপ্রতিষ্ঠিত করিবেন।" (সুরাহ্ নুর)

(২) "খোদাতালা মানুষ হইতে এবং জিন হইতে রসুল পাঠাইতে থাকিবেন।" (সুরাহ্ আল্‌হাকা)

(৩) "এবং তদ্রূপ তাহাদের অন্য দলের মধ্যে (রসুল পাঠইবেন) যাহারা এখনও তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই। (সুরাহ্ জুম্মা)

(৪) "হে মানব! তোমাদের মধ্যে ভবিষ্যতে রসুল আসিতে থাকিবেন, যাঁহারা আমার আয়াৎ সমুহ তোমাদের সম্মুখে পাঠ করিবেন। সুরাহ্ আ'রাফ)

উপরোক্ত প্রমাণগুলি ছাড়াও বহু প্রমাণ কোরানে সন্নিবেশিত আছে। কিন্তু ইহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নাই। একমাত্র "খাতামুন্নাবীঈনের" দ্বারাই গয়েরআহমদী বন্ধুগণ নবুওতকে বন্ধ করিতে চান। একমাত্র খাতামুন্নাবীঈন শব্দ দ্বারা যে নবুওত বন্ধ করা যায় না, তাহার কয়েকটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছিঃ—আরবী 'খাতাম' শব্দের অর্থ আংটী, মোহার, উৎকৃষ্টতম ও শ্রেষ্ঠতম।

(১) হজরত রসুল করিম (দঃ) স্বয়ংও 'খাতামুন্নাবীঈন' শব্দের অর্থ শেষ নবী করেন নাই। এই আয়েৎ হিঃ ৫ সনে নাজেল হয়, (তারিখুল্-খমিস, ১ম খণ্ড, ৫৬৩ পৃঃ) হিঃ ৯ সনে হজরতের পুত্র ইব্রাহীমের মৃত্যু হয়। (তারিখুল্-খমিস, ২য় খণ্ড, ১৬২ পৃঃ)। তখন অন্যান্য কথা প্রসঙ্গে হজরত বলিলেন, "যদি ইব্রাহীম জীবিত থাকিত, তবে নবী হইত।" (ইব্নে মাজা ১ম খণ্ড, ২৩৭পৃঃ)। যদি 'খাতামুন্নাবীঈন' শব্দের অর্থ শেষ-নবী হইত, তবে হজরত ইহা বলিতেন না যে ইব্রাহীম জীবিত থাকিলে নবী হইত; বরং জীবিত থাকিলেও নবী হইত না বলিতে হইত, কারণ তিনি 'খাতামুন্নাবীঈন'।

(২) 'খতামুন্নাবীঈন' অর্থ 'নবীগণের মোহর'। (মজমাউল-বাহ্রাইন, ১ম খণ্ড, ৪৭০ পৃঃ)

(৩) হজরত আয়েসা সিদ্দিকা (রাঃ) বলেন, "হজরত রসুল করিমকে (দঃ) 'খাতামুন্নাবীইন' বল, কিন্তু তাঁহার পর নবী নাই একথা বলিও না।" (দুর্রে-মন্সুর ৫ম খণ্ড, ২০৪ পৃঃ, মজমাওল বেহার, ৮৫ পৃঃ)

(৪) হজরত মোল্লা আলী কারী লিখিয়াছেন, "খাতামুন্নাবীঈন শব্দের অর্থ এই যে, হজরত রসুল করিমের (দঃ) পর এমন কোন নবী হইবেন না, যিনি তাঁহার ওম্মৎ হইবেন না এবং শরিয়ৎ 'মন্সুখ' করিবেন।" ('মওজুয়াতে করির,' ৫৮—৫৯ পৃ)

(৫) হজরত আবদুল করীম জীলানী (রাঃ) লিখিয়াছেন — "তশ্রিয়ী নবুওত (শরিয়ৎধারী) হজরতের মধ্যে শেষ হইয়াছে, এজন্য তিনি খাতামুন্নাবীঈন।" (এন্ছানে কামেল, ৩৬ অধ্যায়)।

(৬) হজরত শেখ মহিউদ্দিন-এব্নে আরাবী লিখিয়াছেন— "শরিয়ৎধারী নবুওত হজরতের মধ্যে শেষ হইয়াছে। তাঁহার পর শরিয়ৎসহ কোন নবী আসিবেন না। তবে, খোদাতা'লা তাঁহার দাসগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া, তাহাদের জন্য শরিয়ৎবিহীন নবুওত খোলা রাখিয়াছেন।' ('ফছলুল-হেকাম,' 'ফতুহাতে মক্কিয়া')।

প্রকৃতপক্ষে, হজরত রসুল করিম (দঃ) স্বয়ং এবং ইসলামের অন্যান্য বোজর্গ-গণ 'খাতাম' শব্দের অর্থ 'শেষ' করেন নাই। কোরানের ৮ স্থানে 'খাতাম' বা ইহার রূপান্তর শব্দের ব্যবহার আছে এবং সকল স্থানেই ইহার অর্থ 'মোহর'। যাহারা 'খাতামুন্নবীঈনের' অর্থ 'শেষ' করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সাপক্ষে কোন যুক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। তাঁহার মন গড়া অর্থ করিয়া থাকেন।

হজরত ইসা (আঃ) প্রতিশ্রুত মসিহ হইতে পারেন না

গয়ের-আহ্মদী বন্ধুগণের বিশ্বাস যে, ওম্মতে মোহাম্মদীয়ার সংস্কারকরূপে হজরত ইসা (আঃ) স্বয়ং আকাশ হইতে নামিয়া আসিবেন। আমাদের বিশ্বাস যে, প্রতিশ্রুত মসিহ ওম্মতে মোহাম্মদীয়ায় হইবেন, বরং হইয়াছেন। পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার নাম হজরত মির্জা গোলাম আহমদ (আঃ)। নিম্নে আমরা কোরান ও হাদিস দ্বারা প্রমাণ করিব যে, তিনিই ওম্মতে মোহাম্মদীয়ার প্রতিশ্রুত সংস্কারক, বনি-ইস্রাইলীয় নবী হজরত ইসা (আঃ) নহেন।

(১) উপরে আমরা কোরান ও হাদিস দ্বারা 'হজরত ইসার (আঃ) মৃত্যু' অকাট্যরূপে প্রমাণ করিয়াছি। তারপর, মৃতদের সম্বন্ধে খোদাতা'লা বলিতেছেন—"যাহার একবার মৃত্যু হইয়াছে, সে পৃথিবীতে পুনরাগমন করিতে পারে না।" (সুরা যমর, ৫ রুকু)

(২) "প্রত্যেক মৃতের প্রতি ওয়াজেব যে, সে পৃথিবীতে ২য় বার আগমন না করে।" (সুরাহ্ আম্বিয়া, ৭ রুকু)

(৩) একজন মৃতের জন্য সাহাবাগণ হজরত রসুল করিমকে (দঃ) বলিলেন, "হুজুর দোয়া করুন, যেন এই ব্যক্তি জীবিত হয়।" হজরত উত্তর করিলেন, "তাহাকে দফন কর ও আত্মার শান্তির জন্য দোয়া কর।" (মোসলেম, 'মেশকাৎ')।

কোরান ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, মৃত ব্যক্তি পুনরায় পৃথিবীতে আসিতে পারে না। হজরত ইসা (আঃ) মৃত। সুতরাং, তাঁহার পুনরায় আগমন কোরান হাদিসের বিপরীত।

(৪) হজরত রসুল করীমকে (দঃ) সকল নবী হইতে শ্রেষ্ঠ নবী, ও তাঁহার ওম্মতকে শ্রেষ্ঠ ওম্মৎ বলা হইয়াছে। অতএব,

এই ওম্মতের জন্য বনিইস্‌রাইলীয় মসিহ্‌ আসিলে, শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় থাকে ? হজরতের ওম্মৎ কি এতই নিকৃষ্ট যে, দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বকার মসিহ্‌ আসিয়া তাহাদের সংস্কার সাধন করিবে ?

(৫) হজরত রসুল করীম (সাঃ) বনিইস্‌রাইলীয় মসিহ্‌ ও প্রতিশ্রুত মসিহ্‌র 'হুলিয়া' (আকৃতি) দুই প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন। (বোখারী, ২য় খণ্ড, ১৭০ পৃঃ) সুতরাং, হজরত ইসা (আঃ) ওম্মতে মোহাম্মদীয়ার সংস্কারক হইতে পারেন না।

প্রতিশ্রুত মাসিহ্‌ ও মাহ্‌দী একই ব্যক্তি

(১) হজরত রসুল করীম (দঃ) যত স্থানে শেষ কালের সংস্কারকের কথা বলিয়াছেন, তাহার সকল স্থানেই মাত্র মসিহ্‌র নাম উল্লেখ করিয়াছেন, মাহদী সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। হজরত বলিয়াছেন—"এই ওম্মৎ কিরূপে ধ্বংস হইতে পারে, যাহার প্রথমে আমি ও পরে মসিহ্‌ ইব্‌নে-মরিয়ম !" ('ইবনে মাজা')। ইমাম মাহদী কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি হইলে, তাঁহার সম্বন্ধে ও বলা হইত।

(২) হজরত (দঃ) 'মাসিহ্‌কে ইমাম মাহদী' বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "ইসা-ইব্‌নে-মরিয়ম, যিনি ওম্মতের মাউদ হইবেন, তিনিই ইমাম মাহদীও হইবেন। ('মাসনাদ্‌ ইমাম আহ্‌মদ হাম্বল," ২য় খণ্ড, ৪১১ পৃঃ)।

(৩) হজরত (দঃ) বলিয়াছেন, "মাসিহ্‌ ভিন্ন আর কোন মাহ্‌দী নাই।" ('এব্‌নে মা'জা')

মাসিহ্‌ ও মাহ্‌দী এক ব্যক্তি হওয়ার জন্য উপরোক্ত প্রমাণগুলিই যথেষ্ট।

(আগামী বারে সমাপ্য, ইন্‌শাল্লাহ্‌)

The Sun-Rise

An Organ of Muslim Religious, Social and Political Thought.

Annual Subscription :—Rs. 4/-

Special Concession Price for the Non-Muslims & Non-Ahmadees of Bengal.

For one year—Rs. 1/8/-

—To be paid in Advance—

Apply to the Manager, **15, Bakshi Bazar Road, Dacca.**

"সুন্নতুল্লাহ্‌" *

ঐশ্বরিক জমাত সমূহে মোনাফেকগণের উদ্ভব

জমাতের শাসন বিষয়ক ব্যাপারে সুপারিশ নিষেধ

সুরাহ্‌ ফাতেহা তেলাওতের পর বলেন :--

ইদানিং এখানে একটী ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, মোনাফেকগণ সম্বন্ধে জমাতকে ভালরূপে অবহিত করা কর্ত্তব্য মনে করি। আল্লাহ্‌-তালা বলেন, কোরান করীমের মত গ্রন্থও কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে 'হেদাএতের' এবং কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে 'গোম্‌রাহীর' কারণ হয়। সেজন্য, জমাত আমার কথা দ্বারা লাভবান হয় কি না হয়, আমার বিবেচনার বিষয় নয়। প্রত্যেকটি বিষয় খুলিয়া বলিয়া দেওয়াই আমার পক্ষে যথেষ্ট ; প্রত্যেকেরই 'মামেলা' আল্লাহ-তা'লার সহিত। যাহারা আমার কথা শুনিবে এবং তাহা পালন করিবে, আল্লাহ-তা'লা তাহাদের সহিত এবং তাহাদের সন্তানগণের সহিত উত্তম ব্যবহার করিবেন। কিন্তু যাহারা তাহা রদ (ব্যতিক্রম) করিবে, তাহাদের ও তাহাদের সন্তানগণের প্রতি আল্লাহ্‌-তা'লার ব্যবহারও তেমনি হইবে।

প্রত্যেক ব্যক্তির পুরস্কার তাহার নিজের সহিত সংবদ্ধ। লোকে কিরূপ কান দিয়া শোনে, তাহার সহিত আমার সম্বন্ধ নাই। আমার কর্ত্তব্য মাত্র, জমাতকে অবহিত করা— 'মোখ্‌লেস্‌গণের' নিকট কথা পৌছাইয়া দেওয়া।

একটি ঘটনা

কিছু দিন হইল, সাধারণ বিভাগের নাজের সাহেব আমার নিকট আসেন এবং তাঁহার ডাইরীতে নোটকৃত ঘটনা আমাকে জ্ঞাত করেন। এখানকার এক দোকানদার এবং অপর এক দোকানদারের প্রতিনিধি তাঁহার নিকট যাইয়া বলেন যে, 'মিছর সাহেবের' সহিত তাঁহাদের হিসাব আছে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি আবশ্যক।

আমি এই নিয়ম করিয়া দিয়াছি যে, এরূপাবস্থায় তিন ব্যক্তি একত্রে সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। কারণ, দেনা-পাওনা, হিসাব সংক্রান্ত ব্যাপারে আমরা একথা বলিতে পারি না যে, যে ব্যক্তি এ বিষয়ে অনুমতি প্রার্থনা করে সে কোন বাহানা করিতেছে, কিম্বা সত্যই তাহার কোন পাওনা আছে।

নাজের সাহেব বলেন যে, তিনি তাহাদিগকে অপর এক ব্যক্তির নাম লইয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যেন তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া গমন করেন ; তাঁহারা দুই জন আছেন, ইহাতে তিন জন হইবেন। কিন্তু তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া বলেন যে, তাঁহারা ত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু একটি ভুল হইয়াছে। তৃতীয় ব্যক্তিকে পাওয়া যায় নাই ; সেজন্য তাঁহারা তাঁহাকে বাদ দিয়াই চলিয়া যান।

ইহা এমন অযৌক্তিক ওজর যে, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহা গ্রহণ করিতে পারে না। কারণ, যে হিসাবের ইতিপূর্ব্বে সোয়া বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়াছে, (কারণ, এই হিসাব মিছরী সাহেব প্রভৃতি জমাত হইতে বহিস্কৃত হইবার পরের ত হইতেই পারে না) ইহার জন্য আরো কতিপয় ঘণ্টা অপেক্ষা করিলে, যাহাতে তৃতীয় ব্যক্তিকে পাওয়া যাইত, তবে কি ক্ষতি হইত ? সেই দিনেরই কোন বিশেষত্ব ত ছিল না যে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে না পৌছিলে আর এই টাকা পাওয়া যাইত না। এই মর্ম্মে গবর্ণমেণ্টের কোন আদেশ ছিল না, বা কোরান করীমেও এমন কোন হুকুম নাই যে, এত কালের মধ্যে পাওনা না চাহিলে, তাহা তমাদী হইয়া পড়ে। কি কারণ ছিল ? দুই তিন ঘণ্টা পরে, কিম্বা সে দিন না হইলে তৎপর দিনও তৃতীয় ব্যক্তিকে পাওয়া যাইত। যদি তাঁহাদের পক্ষে তখনই যাওয়া অপরিহার্য্য ছিল, তবে কে তাঁহাদিগকে এই নিষেধ করিয়াছিল যে, নির্দ্দিষ্ট তৃতীয় ব্যক্তিকে না পাওয়া গেলে, 'নাজেরে-ওমুরে-আম্মার' নিকট অপর ব্যক্তি ঠিক করিবার জন্যও বলা যাইবে না ?

যাহাহওক, নাজের সাহেব এই ঘটনা উল্লেখ কালে আমাকে বলিলেন যে, তাঁহাদিগকে পর দিন আবার যাইতে হইবে এবং তিনি তাঁহাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন যে, সে দিন যেন অবশ্যই

* আমীকল-মোমেনীন হজরত খলিফাতুল্‌ মাসিহ্‌ সানীর (আইঃ) ২১শা জুলাই তারিখের খোৎবার সার, 'আলফজল', ৫ই আগষ্ট—মঃ আঃ আঃ

তৃতীয় ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়া যান। একথা শ্রবণ মাত্র আমার মুখ হইতে তৎক্ষনাৎ বাহির হইয়া পড়িল যে, "কল্যও তাঁহারা সঙ্গে নিবেন না।"

পর দিন, নাজের সাহেব আবার আমার নিকট আসেন এবং লজ্জিতভাবে বলিলেন যে, "অদ্যও তাঁহারা কাহাকেও সঙ্গে নেন নাই।" যদিও এরূপাবস্থায় এরূপ যে অনুমান করা হয়, তাহা নিশ্চিত সত্য হওয়ার নয়, কোন কোন সময় অন্যান্য দিকও থাকিতে পারে, কিন্তু প্রথম দিনই সে কথা বলিয়া দেওয়ায় স্বভাবতঃ পর দিনের ব্যাপার অধিকতর খারাপ বোধ হইল।

এ নিমিত্ত নাজের সাহেব আমার সহিত পরামর্শক্রমে তাঁহাদের সম্বন্ধে ফয়সলা করিলেন যে, কিয়ৎকাল জমাত তাঁহাদের সহিত **অসহযোগ** করিবে। প্রথমতঃ, ইহা ১৫ দিনের জন্য ছিল, পরে ৭ দিন করিয়া দেওয়া হয়। কারণ, তাঁহাদের পরবর্ত্তী চাল-চলন ভাল ছিল।

সুপারিশ

আমি কথা পরিষ্কার বলিয়া দিতে চাই যে, সুপারিশের দরুণ ম্যাদ কমান হয় নাই। কারণ, এরূপ স্থলে, সুপারিশ দোষী ব্যক্তির কোন উপকার করিবার পরিবর্ত্তে, স্বয়ং **সুপারিশ-কারীর 'মোনাফেকত'** (কপটতা) প্রকাশ করে।

আমার দুঃখ হয়, সুপারিশকারীদের মধ্যে আমার আত্মীয়ও ছিলেন এবং অপরাপর ব্যক্তিও ছিলেন। তাঁহারা ইহা ভাবিতে পারেন নাই যে, **এরূপ সুপারিশ ইস্‌লামী শিক্ষার বিরোধী।**

তোমরা এরূপ একটি দৃষ্টান্তও পেশ করিতে পারিবে না যে, রসুল করীমের (সাঃ) জামানা কিম্বা সাহাবাগণের সময়ে কাহাকেও সাজা দেওয়া হইয়াছে এবং সেই বিষয় প্রকাশিত হওয়ার পর, সে সম্বন্ধে সুপারিশ আসিয়াছে। আমি বুঝিতে পারি না যে, তোমরা কেন এই মছলা' বা বিষয়গুলি স্মরণ রাখ না? ইহা কি এজন্য যে, কেহ আমার আত্মীয় কিম্বা প্রেসিডেণ্ট বলিয়া সে মনে মনে ভাবে যে, **শরীয়ত ভঙ্গ করিবার 'হক'** তাহার আছে?

আমি একথাও পরিস্কারভাবে বলিয়া দিতে চাই যে, সেই ব্যক্তিদ্বয়ের ক্রিয়া যেমন 'মোনাফেকানা' (কপটতামূলক) ছিল, সেইরূপ সুপারিশকারীদের ক্রিয়াও বটে। কাহারো ভয় আমার নাই—আমার আত্মীয়ই হওক বা জমাতের কোন বড় লোকই হওক। যে কেহ **শরীয়ত-বিরুদ্ধ** কার্য্য করিবে, তাহাকে এই কথা শুনিতে হইবে।

আমার একজন আত্মীয় এতটুকু বলিয়াছেন যে, তিনি চৌধুরী হাকেম দীন (ঐ দুই ব্যক্তিদ্বয়ের একজন) সম্বন্ধে মস্‌জিদ আক্‌সায় **'কসম'** করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন। কোরান শরীফ 'মোনাফেকদের' লক্ষণ সমূহের মধ্যে ইহাও একটি লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে যে, তাহারা শরীয়তের 'হক' (দাবী) বা প্রয়োজন ব্যতীত 'কসম' করিতে আরম্ভ করে। যে ব্যক্তি এমন বিষয়ে 'কসম' করিতে প্রস্তুত হয় যে, উহার সত্যতা সম্বন্ধে **'শরীয়ত সম্মত' কোন প্রমাণ** তাহার নিকট নাই, তাহার ক্রিয়া নিশ্চয়ই মোনাফেকাৎপূর্ণ। যে ব্যক্তি খোদাতা'লার 'কসমকে' এমন দুর্ব্বল মনে করে যে, ব্যক্তিগত জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও 'কসমের' জন্য প্রস্তুত হয়, তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই দুর্ব্বলতা আছে।

আমি তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও 'মোনাফেক' নির্দ্ধারণ করি না—তাহাদিগকেও না, যাহারা পৃথকভাবে যাইয়া সাক্ষাৎ করিয়াছিল এবং সুপারিশকারীদিগকেও না।

কোরান শরীফ হইতে জানা যায় যে, 'মোনাফেক' হওয়া এবং 'মোনাফেকাতের রগ বা ধমনী' থাকা মধ্যে বড় প্রভেদ আছে। কোন কোন সময়, 'মোখ্‌লেস' (যথার্থ) মোসলমানগণেরও শরীয়তের কোনও অংশ বিশেষের বিরুদ্ধাচরণ হইয়া পড়ে, কিন্তু সেজন্য আমরা তাঁহাদিগকে কাফের বলি না।

নামাজ' সম্বন্ধে আমার 'আকিদা' এই যে, যে ব্যক্তি নামাজ ছাড়ে, সে মোসলমান নয়। কিন্তু এমন এক সম্প্রদায় আছেন, যাঁহারা 'তারেকে নামাজ' বা নামাজ পরিহারকারীদিগকে কাফের বলেন না। এখন, দেখ, মোসলমানদের মধ্যে এক জমাত আছে, যাহারা নামাজে 'সোস্ত', যাহারা রীতিমত রোজা রাখে না এবং শরীয়তের অন্যান্য আদেশও ভঙ্গ করিয়া থাকে। কিন্তু আমরা তাহাদিগকে মোসলমানই বলি। কারণ, কোন বিষয় **ব্যবসা স্বরূপ** গ্রহণ করা এবং 'গাফলত বা ভ্রম' হইয়া পড়া, স্বতন্ত্র বিষয়।

আবু-দারদা একজন বড় সাহাবী ছিলেন। তিনি এত উচ্চ দরের সাহাবী ছিলেন যে, তাঁহার উপস্থিত কালে সাহাবিগণ কোন কার্য্যই তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত করিতেন না। তাঁহাকে রসুল করীম (সাঃ) একবার বলিয়াছিলেন, "তোমার মধ্যে জাহেলিয়তের রগ (ধমণী) আছে।"

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "জাহেলিয়ত—কুফর-সম্পন্ন, না ইস্‌লাম-সম্মত ?" আঁ-হজরত (সাঃ) বলিলেন, "কুফর-সম্পন্ন।"

কাজেই, কোন কোন সময়, 'মোখ্‌লেস্‌' ব্যক্তিও 'মোনাফেক-সুলভ কার্য্য করিয়া ফেলে—সে নিজে 'মোনাফেক' নহে।

যাঁহাদিগকে দণ্ডিত করা হইয়াছিল, মোনাফেক মনে করিয়া নয়, **মোনাফেকানা ক্রিয়ার** জন্য দণ্ডিত করা হইয়াছিল। যাঁহারা সুপারিশ করিয়াছেন, তাঁহারা ইস্‌লামের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদের ক্রিয়াও **মোনাফেকানা বটে,** যদিও তাঁহারা স্বয়ং মোনাফেক নহেন।

কোন কোন ব্যাপারে, 'শরীয়ত' সুপারিশ করিবার অনুমতি দিয়াছে, কিন্তু তাহা রাজনৈতিক কিম্বা শাসন সংক্রান্ত বিষয় নয়।

একবার রসুল করীম (সাঃ) একটি স্ত্রীলোককে চুরী করার দরুণ সাজা করেন। ইহাতে কোন কোন ব্যক্তি সুপারিশ করিতে আসে। কারণ, তখন পর্য্যন্ত ইস্‌লামী শিক্ষা পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু সুপারিশ শ্রবণে রসুল করীম (সাঃ) অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন ও বলিলেন, "খোদার কসম, ফাতেমা চুরি করিলে, আমি তাহার হস্তও কর্ত্তন করিব।"

ঘোষণা

সুতরাং, এরূপ ব্যাপারে সুপারিশ করা একান্ত মূঢ়তা বটে—ইহার অর্থ, 'নেজাম' (জমাতের শৃঙ্খলতা) ছিন্ন ভিন্ন করা। এজন্য **আমি এই ঘোষণা করিতেছি** যে, কোন ব্যক্তি কোন নাজেরের নিকট 'এন্তেজামী বিষয়', অর্থাৎ শাসন পরিচালন ব্যাপারে কোন সুপারিশ করিবে না। এই ঘোষণার পরেও যদি কেহ করে, তবে আমি তাহাকে **মোনাফেক** জ্ঞান করিব। কোন কাজী (বিচারক) বা কোন নাজেরের নিকট এরূপ কোন ব্যাপারে সুপারিশ করা, মোনাফেক-সুলভ ক্রিয়া বটে। ইহার অর্থ, তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্য পালনে রোধ করা।

জমাতের নেজাম

সেল্‌সেলার নেজামের দিক দিয়া **সকলেই সমান।** যাহারা সুপারিশ করিতে যায়, তাহারা এজন্যই যায় যে, তাহারা মনে করে, তাহাদিগকে **জমাতে বড়** মনে করা হয়, কিম্বা হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) সহিত কোন সম্বন্ধ বশতঃ সম্মান করা হয়।

স্মরণ রাখিবে, যখনই কোন জামাতে এইরূপ **খেয়ালের উৎপত্তি** হয় যে, কেহ কেহ মনে করে যে, তাহারা বড়, তাহাদের কথা শোনা কর্ত্তব্য, তখন ইহাই উহার **ধ্বংসের প্রথম সোপান।** সেল্‌সেলার নেজামের সহিত যতটুকু সম্পর্ক, তাহাতে কেহ বড়, কেহ ছোট নয়।

উত্তমরূপে শোন, হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আলায়হেস্‌-সালাত-ওয়াস্‌-সলাম) সন্তান, পৌত্র, কিম্বা জামাতা, যিনিই হওন না কেন, সেলসেলার নেজাম বা সংগঠনের সহিত যে সম্পর্ক—তাহাতে তাঁহাদের ও **সাধারণ খাদেম** বা সেবকের একই স্থান। যে ইহাপেক্ষা অধিক মনে করে, তাহার 'এরতেদাদ', 'কুফর' কিম্বা খোদা-তা'লার 'আজাবের' জন্য, প্রস্তুত হইয়া পড়া উচিত। যে নাজের সুপারিশ গ্রহণ করে, সেও প্রস্তুত থাকিবে, হয়ত তাহার পদস্খলন হইবে, কিম্বা সে 'আজাবে' পড়িবে। নাজের কিম্বা যাহারই কোন পদ লাভ হয়, তাহার কর্ণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ বধির থাকা কর্ত্তব্য এবং কাহারো কোন পরওয়া করিতে নাই।

আমার খেলাফতের প্রাথমিক কালে, দুই এক বার এমন ঘটিয়াছে যে, কোন কোন স্ত্রীলোক হজরত উম্মুল্‌-মোমেনীনের (রাঃ) নিকট যাইয়া, তাঁহার দ্বারা সুপারিশ করাইবার চেষ্টা করিয়াছে। তিনি আমার মা, তিনি উম্মুল্‌মোমেনীন। সেল্‌সেলায় তাঁহার স্থান অতি উচ্চ। কিন্তু আমি তাঁহার সুপারিশও সহ্য করি নাই এবং পরিষ্কার বলিয়া দিয়াছি যে, আমি তাহা শুনিতে প্রস্তুত নই। তাঁহার চেয়ে বড় আর কে হইতে পারে ? সেল্‌সেলার নেজাম হিসাবে, তাঁহার সুপারিশ গ্রাহ্য না করা হইলে, অন্য কাহার সুপারিশ গ্রাহ্য করা যাইতে পারে ?

সুপারিশ ও সাক্ষ্য

সুপারিশের বিষয় স্বতন্ত্র। যেমন, আমি কাহারো নিকট টাকা পাইব, তাকিদ তলব করিতেছি। কেহ জানে যে, দায়িকের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। সে ঐ ব্যক্তির অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া সুপারিশ করিতে পারে, যেন তাহাকে সময় দেওয়া হয়। ইহা 'সাওয়াবের' কাজ।

কিন্তু 'নেজাম' সম্বন্ধে সুপারিশ 'জায়েজ' নহে। অবশ্য, যদি ঘটনা সম্বন্ধে কাহারো জানা থাকে, তবে জানাইতে পারে। যেমন, এই ব্যাপারেই, যদি প্রত্যক্ষ-দর্শী, চাক্ষুষ সাক্ষী থাকিত এবং দেখিতে পাইত যে, তদন্ত ভুল হইয়াছে, তবে সে বলিতে পারিত যে, সে সেখানে বিদ্যমান ছিল, ব্যাপার

এরূপ ছিল না, এরূপ ছিল। **ইহা সুপারিশ নয়,—ইহা সাক্ষ্য, যাহা 'ওয়াজেব ও ফরজ,' যাহা অবশ্য পালনীয়।**

ইমানের পরীক্ষা

কিন্তু, এই ব্যাপারে তেমন কোন অবস্থা ছিল না। তাঁহারা স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, তৃতীয় ব্যক্তি ব্যতিরেকেই তাঁহারা গিয়াছিলেন। মিছরী সাহেব তাঁহাদের সহিত পৃথক পৃথক কথা বলিয়াছেন। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হই, ইহা হিসাবের বোঝা পাড়া হইয়াছিল, কি কোন বৈবাহিক কথাবার্ত্তা ছিল, যাহা অন্যে শুনিতে পারিত না! যখন তাঁহাদের নিকট পৃথক পৃথক সাক্ষাতের কথা পেশ করা হইয়াছিল, তখনই তাঁহাদের বুঝা উচিত ছিল যে, এখন **তাঁহাদের ইমান পরীক্ষার কাল।** পাওনাদার দায়িকের বাড়ীতে যাইয়াই চাহিবে, এরূপও নয়। আইনতঃ অন্য পন্থাও আছে। তাহাও ত ব্যবহার করা যাইত।

ভবিষ্যতে, যদি কেহ এরূপ কোন ব্যাপারে নাজের সাহেবগণের নিকট সুপারিশ করিতে যায়, তবে নাজের সাহেবগণের কর্ত্তব্য হইবে, **তৎক্ষণাৎ আমার নিকট রিপোর্ট করা—শুধু অগ্রাহ্য করাই নহে।** যদি আমি জানিতে পারি যে, তাঁহাদের নিকট কেহ সুপারিশ করিয়াছিল এবং তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু আমার নিকট রিপোর্ট করেন নাই, তবে আমি জানিব যে, তাঁহাদের মধ্যেও 'মোনাফেকাতের রগ বা ধমণী' আছে।

কাজী ও নাজের সাহেবগণকে 'নসিহত'

আমি কাজী ও নাজের সাহেবগণকে 'নসিহত' করিতেছি যে, তাঁহারা অত্যন্ত সতর্কতাবলম্বন করিবেন। যদি কেহ তাঁহাদের নিকট সুপারিশ করে, তবে কদাচ পরওয়া করিতে নাই,—সে যত বড় লোকই হউক না কেন।

অন্যত্র 'সুপারিশ' চলে। সেখানে সমগ্র নেজামই এইরূপে চলে বলিয়া, কোন কোন সময়, আমরাও সুপারিশ করিয়া ফেলি। যেমন, হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) বলিয়াছেন যে, জগতে এখন পয়সা ব্যতীত কাজ চলে না, সে জন্য স্বীয় 'হক' নেওয়ার জন্য কাহাকেও কিছু দিয়া দেওয়া 'জায়েজ'; কিন্তু কাহারো 'হক' নেওয়ার জন্য এরূপ করা 'জায়েজ' নহে। সুপারিশ সম্বন্ধেও সেই কথা। যেখানে ইহা প্রচলিত আছে, সেখানে স্বীয় 'হক' উদ্ধার করিবার জন্য 'সুপারিশ' করাতে কোন দোষ নাই। কিন্তু অন্যের 'হক' নষ্ট করিবার জন্য সুপারিশ করা জায়েজ নয়। কিন্তু **সেল্‌সেলার নেজামে** ইহা সহ্য করা যাইতে পারে না।

নাজেরগণ তাঁহাদের ভার্য্যাদেরও দমন করিবেন এবং কঠোরভাবে তাঁহাদিগকে রোধ করিবেন, যেন এসব ব্যাপারে প্রবিষ্ট না হন। আমার খেলাফতের ২৫ বৎসর অতিক্রম করিতে চলিয়াছে, আমি কখনো আমার বিবিগণের সহিত এইরূপ আলাপ করিয়াছি বলিয়া, কেহ প্রমাণ করিতে পারিবে না।

কোন কোন সময় মজা হয়। আমি নাজেরগণকে কোন কথা বলি। তাঁহারা তাঁহাদের বিবিদের সহিত আলোচনা করেন। তাঁহারা আমার বিবিদের সহিত আলাপ করেন। তাঁহারা আমাকে বলেন যে, এরূপ হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছেন।

ইহা অন্যায়। আমি সেল্‌সেলার এরূপ বিষয়, কখনো বিবিগণের নিকট, উল্লেখ করি না। অফিসারগণের ফরজ, যেন তাঁহারা ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখেন। আমি তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছি, তাঁহাদের বিবিদিগকে নহে। তাঁহাদের বিবিদের প্রতি তাঁহাদের বিশ্বাস থাকিলে, তাঁহাদের গুপ্ত কথা বলিবেন,—সেল্‌সেলার নহে।

ঐশ্বরিক জমাতে মোনাফেক

অতঃপর, আমি বলিতে চাই যে, আল্লাহ-তালার তরফ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, জগতে এমন কোন জামাতই হয় নাই, যাহার মধ্যে 'মোনাফেক' উৎপন্ন হয় নাই। আমি হয়রান আছি, আপনাদের মস্তিষ্কে ইহা ঢুকে না কেন? কোন কোন সময়, আপনারা আশ্চর্য্যান্বিত হন যে, 'মোনাফেক' কোথা হইতে আসিয়া পড়ে?

স্মরণ রাখিবে, ইহা আল্লাহ্-তা'লার সুন্নত বা চিরাচরিত প্রথা। আজ পর্য্যন্ত কোন জামাত এমন হয় নাই, যন্মধ্যে 'মোনাফেক' হয় নাই। যখনই কোন জামাত আল্লাহ্-তা'লার তরফ হইতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাতে মোনাফেকও নিশ্চয়ই থাকে।

প্রসিদ্ধ নবিগণ, যাঁহাদের অবস্থা জানা আছে, এইরূপ **তিন জন নবী** আছেন। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রসুল করীমের (সাঃ) জীবনী সংরক্ষিত হইয়াছে। তাঁহার পরে হজরত মুসা (আঃ) ও হজরত ইসার (রাঃ) জীবন কাহিনী সংরক্ষিত আছে।

মোনাফেক ও হজরত মুসা (আঃ)

সময়ের দিক দিয়া, হজরত মুসা (আঃ) তাঁহাদের সকলের পূর্ব্বের। আমরা দেখিতেছি, তাঁহার যুগে 'মোনাফেক' ছিল কি না। কোরান শরীফ হইতে জানা যায়, তাঁহার সময়ে 'মোনাফেকেরা' **তিন বার** অত্যন্ত জোর বাঁধিয়াছিল।

(১) একটি ঘটনা অতি প্রসিদ্ধ। ইহা **সামেরীর** ব্যাপার। হজরত মুসার (আঃ) সহিত এ ব্যক্তির অত্যন্ত 'এখ্‌লাস' (ঐকান্তিক ভক্তি) ছিল। সে তাঁহার সহিত হিজরত করিয়াছিল। হজরত মুসার (আঃ) প্রতি 'এলহাম' হইল 'তুর' যাওয়ার জন্য, সেখানে খোদা তাঁহার সহিত কথা বলিবেন। তিনি খোদা-তা'লার আদেশ পালনক্রমে সেখানে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি 'এবাদতে' মগ্ন হইলেন। খোদা-তা'লাকে সন্তুষ্ট করিতে অত্যন্ত যত্নবান হইলেন। আল্লাহ্‌-তা'লা তাহা অত্যন্ত পছন্দ করিলেন। তিনি তাঁহাকে এল্‌হাম করিলেন যে, আরো ১০ দিন বৃদ্ধি করা হইল—এই দশ দিন তিনি আরো এল্‌হাম প্রাপ্ত হইবেন। পূর্ব্বে ৩০ দিন ছিল, পরে আল্লাহ্‌-তা'লা বলেন, فتممنا ها بعشر

(অর্থাৎ, 'আমি তাহা আরো দশ দিনে পূর্ণ করিলাম')।

ত্রিশ দিন গত হইল। লোকেরা আশ্চর্য্যান্বিত হইল, মুসা (আঃ) প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না কেন? **সামেরী** দণ্ডায়মান হইল। সে বলিতে লাগিল, মুসার (আঃ) মৃত্যু হইয়াছে, যাহার সহিত তিনি কথা বলিতেন, তাহার সন্ধান সে পাইয়াছে। সে লোকের নিকট হইতে স্বর্ণ লইল, যাহা বনি-ইস্রাইলেরা ফেরাওনীদের নিকট হইতে ঋণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিল। তদ্বারা একটি গো-বৎস মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিল। উহার মধ্যস্থল শূন্য রাখিল। উহা হইতে শব্দ বাহির হইত, যেমন আজকাল খেলার পুতুল হইতে বাহির হইয়া থাকে।

ইহা দেখিয়া বনি-ইস্রাইলের সেই গো-ভক্তির কথাই স্মরণ হইল, যাহা মিশর দেশে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। উহা হইতে শব্দ শ্রুতি মাত্র, তাহাদের মনে হইল, ইহা বাস্তবিক খোদা। তাহার সঙ্গে তৎক্ষণাৎ এক জমাত লোক যোগদান করিল। দেখিতে দেখিতে তাহার এমন প্রতিপত্তি জন্মিল যে, হজরত হারুন (আঃ) ও হজরত মুসার (আঃ) সহিত যাহাদের 'এখ্‌লাস' ও আন্তরিক ভক্তি ছিল, তাহারা তাহাদিগকে কিছুই বলিতে পারিল না। তাহাদের মনে হইল, এমন না হয় যে, আপোষের মধ্যে তরবারী চলে এবং হজরত মুসা (আঃ) আসিয়া অসন্তুষ্ট হন। তাঁহাদের ধ্রুব বিশ্বাস ও 'একীন' ছিল যে, হজরত মুসার (আঃ) মৃত্যু ঘটে নাই; আল্লাহ্‌-তা'লার আদেশে গিয়াছেন, নিশ্চয়ই প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। কারণ, তখনো সেই সকল ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হয় নাই, যাহা তাঁহার জীবন কালেই পূর্ণ হওয়ার ছিল। এজন্য তাঁহারা ভাবিলেন যে, যদি তাঁহারা কিছু বলেন এবং ফসাদ হইয়া পড়ে, তবে এমন না হয় যে, হজরত মুসা (আঃ) আসিয়া বলেন "তোমরা লোকদিগকে মুরতাদ' (ধর্ম্মভ্রষ্ট) করিয়াছ।" এই মনে করিয়া তাঁহারা নীরব রহিলেন।

ফলে, **মোনাফেকদের প্রভুত্ব** স্থাপিত হইল। আল্লাহ্‌-তা'লা হজরত মুসাকেও (আঃ) 'এল্‌হাম' দ্বারা জানাইলেন যে, "পিছনে কি ঘটিয়াছে জান কি?"

তিন সহস্র 'মোনাফেক' দণ্ডিত

হজরত মুসা (আঃ) ক্রোধভরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বাইবেল হইতে জানা যায় যে, ৩০০০ মোনাফেক 'কতল' করা হইল।

তোমরা ত, কোন কোন সময় দুই চারিজন লোক 'মোনাফেক' বাহির হইলে উৎকণ্ঠিত হইয়া পড় যে, "এ কি হইল?" কিন্তু সেখানে **তিন সহস্র ব্যক্তিকে এক দিনেই সাজা দেওয়া হয়।** আমি 'কতল' শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। বাইবেলেও এই শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে এবং কোরান শরীফেও 'কতল' শব্দ আসিয়াছে। 'কতল' কোন কোন সময় অন্য ভাবেও করা হয়। সম্ভবতঃ, এই 'কতল' **বয়কট** আকারেই ছিল—যেমন, হাদিসসমূহ দ্বারা প্রতিপন্ন হয়; কিম্বা ইহাও সম্ভবপর যে, **তাঁহাদের শরীয়তে** 'মোনাফেকের' সাজা 'কতল' 'বধ' অর্থেই ছিল। যাহা হওক, ৩০০০ **মোনাফেক** ছিল। একটু চিন্তা কর, কত বৃহৎ সংখ্যা!

(২) দ্বিতীয় ঘটনা **কারুণের**। সামেরীকে ত শুধু লিখা-পড়া জানা লোকেরাই চিনেন, কিন্তু কারুণ সম্বন্ধে আমাদের কৃষক ভ্রাতারাও জানেন। কথায় আছে, "কারুণের ধন"। কাহারো নিকট কেবল চাহিতেই থাকিলে বলিয়া থাকে, তাহার নিকট কি "কারুণের ধন" আছে?

এই ব্যক্তি অত্যন্ত ধনাঢ্য ছিল। সে ছিল হজরত মুসার (আঃ) সঙ্গিগণের অন্যতম। কিন্তু ভিতরে ভিতরে, সে তাঁহার বিরুদ্ধে চেষ্টা করিত। পরিশেষে, আল্লাহ্‌-তা'লা তাহাকে ধ্বংস করেন। অন্য কথায়, সে **"আসমানী সাজা"** বা স্বর্গীয় দণ্ডে দণ্ডিত হইল।

(৩) তৃতীয় ঘটনা সম্বন্ধে কোরাণ শরীফে اذوا موسى ('মুসাকে কষ্ট দেওয়া হইল') আয়েতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। হাদিস সমূহ দ্বারা জানা যায় যে, তাঁহার জামাতের এক দল লোক বলিতে লাগিল যে তাঁহার কুষ্ঠ রোগ হইয়াছে। কাহারো কাহারো ধারণা ছিল যে তাঁহার অণ্ডকোষে জল সঞ্চয় হইয়াছিল। ইহাকেও তাহারা দোষ গণিতে লাগিল। কাহারো কাহারো ধারণা ছিল যে, তাঁহার অণ্ডকোষ কুষ্ঠাক্রান্ত হইয়াছিল। কোন কোন ব্যক্তির সে স্থানের ত্বক অত্যন্ত নরম বলিয়া কোন কোন সময় থুজলীর মত হয়। সম্ভবতঃ, হজরত মুসা (আঃ) তাহাতে কষ্ট পাইতেছিলেন এবং তাহারা ইহাতে মনে করিল যে, তাঁহার কুষ্ঠরোগ হইয়াছে।

হাদিসে একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। উহার আমি অন্য 'তাবিল' করিয়া থাকি। সেখানে বর্ণিত আছে যে, হজরত মুসা (আঃ) একদা স্নান করিতেছিলেন। একটি পাথরের উপরে তিনি কাপড় রাখিয়াছিলেন। সেই পাথর কাপড় নিয়া পলায়ন করিল। হজরত মুসা (আঃ) উহার পিছনে পিছনে ছুটিলেন। তখন সেই ব্যক্তিগণ দেখিতে পাইল যে, তাহার গোপনাঙ্গে ক্ষত নাই। সেখানে حجر ('হিজর') শব্দ আছে। আমি মনে করি, যদি এই ঘটনা এইরূপই হইয়া থাকে, তবে **'হিজর'** কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম বটে। এই নাম আছে।

ইবনে-হিজর একজন উচ্চ শ্রেণীর ইমাম ছিলেন। বিগত ১৩০০ বর্ষকাল মধ্যে যে কতিপয় শীর্ষস্থানীয় ওলামা জন্মগ্রহণ করেন, ইনি তাহাদের অন্যতম। 'ইবনে-হিজর' অর্থ 'পাথরের পুত্র'। তিনি ত তাহা ছিলেন না। হয় ত কোন কারণে, ইহা তাহার 'কুনিয়ত' বা ডাক নাম হইয়া পড়িয়াছিল, কিম্বা তাঁহার পিতার নাম ছিল 'হিজর' (অর্থাৎ, প্রস্তর)।

(৪) এতদ্ব্যতীত, **আরো একটি ঘটনা** আছে। উহাতে হজরত মুসার (আঃ) ভগ্নি মরিয়ম এবং তাঁহার পরিবারের আরো কতিপয় লোক শামিল ছিল। তাহারা হজরত মুসার (আঃ) প্রতি 'জেনা' (ব্যভিচার) আরোপ করিয়াছিল।

কারুণের ঘটনা এবং এই ঘটনাকে একত্রই ধরা হইলে এই তিনটি ঘটনা হয় মোনাফেকদের। যদি এই ঘটনাকে স্বতন্ত্র ধরা হয়, তবে **চারিটি ঘটনা** হয়। যদি ইহাকে স্বতন্ত্র ধরা নাও হয়, তবু হজরত মুসার (আঃ) বিরুদ্ধে **'মোনাফেকেরা' অন্ততঃ তিনবার বিদ্রোহ করিয়াছিল।**

হজরত ইসা (আঃ) ও মোনাফেক

হজরত মুসার (আঃ) পর হজরত ইসা (আঃ) আগমন করেন। তাঁহার ১২ জন 'হাওয়ারী' (বা সহচরের) মধ্যে এক জন সব চেয়ে তাঁহার প্রিয় ছিল। তাহার দাবী ছিল যে, সারা বিশ্ব তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেও, সে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে না। সে তাঁহার সহিত এক থালায় আহার করিত। পরিণামে, সে-ই তাঁহাকে শত্রু হস্তে সমর্পণ করে।

ব্যাপার ছিল, যদি তিনি তখন ধরা না পড়িতেন, তবে সম্ভবতঃ রক্ষা পাইতেন। মনে হয়, হজরত ইসাও (আঃ) ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি লুকাইয়াছিলেন এবং ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিলেন, যেন কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারিত না।

ইহুদা ইস্ক্রোতী জানিত যে, তিনি কিরূপে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। সে সরকারী কর্ম্মচারীদের সহিত ষড়যন্ত্র করিল। সে তাহাদিগকে বলিল যে, সে যাইয়া যাঁহাকে প্রেম করিবে, তিনিই ইসা (আঃ)। সে যাইয়া হজরত ইসাকে চুম্বন করিল। হজরত ইসা (আঃ) পূর্ব্বেই এ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা পূর্ণ হইয়াছে। আমি বলিয়াছিলাম যে, যে ব্যক্তি থালায় হস্ত রাখিয়াছিল, সে-ই আমাকে ধৃত করাইয়া দিবে।" (মথি, ২৬ অধ্যায়)।

রসুল করীম (সাঃ) ও মোনাফেক—ওহদ যুদ্ধ

ইহার পর, রসুল করীমের (সাঃ) জামানা উপস্থিত হয়। তাঁহার অবস্থাও একেবারে খোলা। এক জন দুই জন নহে, এক সময়ে তাঁহাকে যাহারা মানিত, তাহাদের **প্রায় তৃতীয়াংশ মোনাফেক** প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

ওহদের যুদ্ধকালে যত মোসলমান ছিলেন, সকলেই যোগদান করেন। এমন কি, বালকেরাও যোগদান করে। রসুল করীম (সাঃ) আদেশ করিয়াছিলেন যে, ১৫ বৎসরের ন্যূন যে সকল বালক, তাহারা যেন চলিয়া যায়। একটি বালক বলিল, "হে রসুলুল্লাহ্, আমি উৎকৃষ্ট ধনুর্ব্বিদ্যা জানি।" অন্যান্যেরাও বলিল যে, বাস্তবিক তাহার লক্ষ্য অত্যন্ত ভাল, কখনো বিফল হয় না। তিনি বলিলেন, "তাহাকে থাকিতে দেও।"

তাহার প্রতিদন্দী আর একটি বালক ছিল। সে ক্রন্দন করিতে লাগিল। রসুল করীমের কোন বিবির সহিত, যথা সম্ভব, তাহার আত্মীয়তা ছিল, কিন্তু দুগ্ধ পান জনিত কোন সম্বন্ধ ছিল। সে তাঁহাকে যাইয়া বলিল, যে অমুক ছেলেকে ত এভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে, কিন্তু আমি তাহাকে ভূপতিত করিতে পারি। তিনি রসুল করীমকে (সাঃ) বলিলেন যে, "এই ছেলে এরূপ বলে।"

তিনি ইহাতে রসানুভব করিলেন। তিনি তাহাকে বলিলেন, "আচ্ছা, আস। তোমরা উভয়ে কুস্তি কর।" সেই বালক শক্তিশালী ছিল কি না ছিল, তাহরে মনে স্ফূর্ত্তি ছিল, সে কোন না কোন মতে যুদ্ধে যোগদান করিবে। সে এমন জোর করিল যে, সে ঐ বালককে ভূ-পতিত করিয়া তাহার বক্ষ চাপিয়া বসিল। রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন, "এখন তোমার হক হইয়াছে, চল।"

যাহা হউক, তখন **১৫ বৎসরের বালকদিগকেও** যুদ্ধে নেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে বুঝা যায় যে, তখন মোসলমানদের জন্য ভয়াবহ কাল ছিল। কিন্তু সর্ব্ব-সমেত মোসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র এক হাজার এবং শত্রু সৈন্য ছিল মক্কার তিন সহস্র কোফ্‌ফার।

এই এক সহস্র সৈন্যের বাহিনী, মদিনা হইতে বহির্গত হইয়া ৩।৪ মাইল দূরে উপনীত হইলে, **আবদুল্লাহ-বিন-উবাইয়ের** সঙ্গে ৩০০ মোসলমান প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তাহারা যাইবে না।

এক হাজার সৈন্যের মধ্যে তিন শত মোনাফেকের প্রত্যাবর্ত্তন ও মোমেনের আদর্শ

এই অবস্থাটি একটু কল্পনা কর। এক সহস্র সৈন্যের মধ্যে ৩০০ সৈন্য প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তাহারা এমন স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, যেখানে খোদার রসুল স্বয়ং উপস্থিত। তাঁহার সম্মুখেই তাহারা উঠিয়া দাঁড়ায় ও প্রত্যাবর্ত্তন করে। হাজারের মধ্যে তিন শত হইল, শতকরা ত্রিশ। কাদিয়ানে এখন দশ সহস্র আহ্‌মদীর বাস। এই তুলনায়, তিন সহস্র। সেখানে তিন শত লোক এমন সঙ্কটকালে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সাহাবাগণ একটুও ভ্রূক্ষেপ করিলেন না।

কিন্তু, তোমরা তিন ব্যক্তির মোনাফেক হওয়ার কথা জানিতে পারিয়া, উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়। খোদাতা'লার সেল্‌সেলায়, তিনজন নহে, তিন শত, তিন সহস্র, বরং তিন লক্ষ 'মোনাফেক'ই হওক—তাহাদের বিরুদ্ধে পূর্ণ, 'কামেল মোমেন' এক জন হইলেও সে ভীত হইবে না এবং বলিবে যে, "তোমরা শয়তানের সঙ্গী। অবশ্য, তোমরা তাহার নিকট যাও। আমি খোদা-তা'লার। এজন্য আমি মোহাম্মদ রসুলুল্লাহর (সাঃ) নিকট যাইব।"

ওহদ যুদ্ধে হজরত আনাস্‌-বিন্‌-নজর (রাঃ)

হজরত আনাস্‌ বিন-নজর (রাঃ) একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি বদর যুদ্ধে যোগদান করিতে পারেন নাই। কারণ, তখন সাধারণ-ভাবে জানা ছিল না যে, কোন যুদ্ধ হইবে। এ নিমিত্ত তখন 'আন্‌সারগণের' মধ্যে বিশেষতঃ, অনেক লোক যোগদান করিতে পারেন নাই। হজরত আনাস্‌ (রাঃ) যখন যুদ্ধের কথা জানিতে পারিলেন, মনে মনে ক্রোধ বোধ করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "যদি ভবিষ্যতে কখনো যুদ্ধ হয়, তবে আমি খোদাতা'লাকে বুঝাইয়া দিব যে, কিরূপে যুদ্ধ করিতে হয়। খোদা দেখিবেন যে, মোমেন কিরূপে যুদ্ধ করে।"

যদিও ইহা 'জেহালত' বা অজ্ঞতার কথা ছিল, কিন্তু তিনি 'এখ্‌লাস' প্রাণের সহিত বলিতেছিলেন। ইহা **হজরত মুসা** (আঃ) **ও মেষপালকের** ঘটনার অনুরূপ। তজ্জন্য, যদিও এরূপ কথা সাধারণ ইমাম-বিশিষ্ট ব্যক্তিকে মুরতাদে পরিণত করিতে যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তিনি পূর্ণ 'এখ্‌লাস', আন্তরিকতা ও ভক্তি এবং ধর্ম্ম সেবার জন্য আক্ষেপের সহিত বলিতেছিলেন বলিয়া আল্লাহ্‌তা'লা তাহা কবুল করেন।

কিছুকাল পরেই ওহদ যুদ্ধ উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ ইহাতে মোসলমানগণ বিজয় লাভ করেন। কোন কোন বেপরওয়া ব্যক্তি ভাবিল যে, বিজয় লাভ হইয়াছে, এখন শত্রু পরিত্যক্ত মালের কি করা? তাহারা এদিক ওদিক ছড়াইয়া পড়িল। পরে বিজয় পরাজয়ে পর্য্যবেশিত হইল।

কাফের সৈন্যদলে **আবু আমের** নামীয় এক ব্যক্তি ছিল। ইহুদীদের সহিত তাহার আত্মীয়তা ছিল। সে মক্কায় চলিয়া গিয়াছিল। সে বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিল। সে জানিত যে, মোসলমানগণ বিজয়লাভ করিবেন। এ জন্য সে গর্ত্ত করিয়া উপরে ঘাস-পাতা ইত্যাদি দ্বারা ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, যেন মোসলমানগণ বিজয়লাভ করিবার পর সম্মুখে অগ্রসর হইলে তাহাতে নিপতিত হন।

এই গর্ত্তসকলের মধ্যে একটি গর্ত্তে **রসুল করীম** (সাঃ) পতিত হইলেন। তাঁহার উপরে আরো কতিপয় সাহাবা, যাঁহারা

শহীদ বা আহত হইয়াছিলেন, নিপতিত হন। ধারনা জন্মিল যে, **আঁ-হজরত** (সাঃ) **শহীদ** হইয়াছেন।

হজরত আনাস-বিন্-নজর (রাঃ) খেজুর খাইতে খাইতে ছুটাছুটি করিতেছিলেন। এমন সময়ে, তিনি হজরত ওমরকে (রাঃ) দেখিতে পাইলেন যে, একটি প্রস্তরের উপর মাথা ঠেস করিয়া অতীব শোকাকুল অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহার শোকাভিভূত হওয়ার কারণ কি; মোসলমানদের জয় হইয়াছে; ইহা সন্তুষ্টির বিষয়, শোকাকুল হওয়ার নয়।

হজরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, "নজর, তুমি জান না যে, কি হইয়াছে? শত্রুরা পুনরাক্রমন করে। আঁ হজরত (সাঃ) শহীদ হইয়াছেন। হজরত নজর (রাঃ) খেজুর খাইতেছিলেন, একটি খেজুর মাত্র অবশিষ্ট ছিল। তাহাও ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "আমার ও জান্নাতের মধ্যে আছে কি? শুধু এই খেজুর।" তিনি হজরত ওমরকে (রাঃ) বলিলেন, "যদি মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌ই (সাঃ) না থাকিলেন তবে, আমরা জগতে থাকিয়া কি করিব?"

তিনি অশি হস্তে শত্রুর উপর ঝাপাইয়া পড়িলেন। তিনি শহীদ হইলেন। তাঁহার শব পাওয়া গেলে, তাহাতে ৮০টি ক্ষত দেখা গেল। তাঁহার অঙ্গুলীতে একটি চিহ্ন ছিল। সেই চিহ্নটি দ্বারা তাঁহার ভগ্নি তাঁহার শব সিনাক্ত করেন। নতুবা চিনা কঠিন ছিল।

তিনিই সেই ব্যক্তি, যখন তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন যে, লোকেরা পলায়ন করিয়াছে, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "তাহারা তাহাদের 'আমলের' উত্তর করিবে, আমি আমার 'আমলের' উত্তর দিব। অন্যান্যেরা পলায়ন করিয়া থাকিলে, তাহাতে আমার কি? আমি ত সেখানে যাইব, যেখানে রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) গিয়াছেন।"

দেখ, এমন শঙ্কটকালে হাজারের মধ্যে তিন শত ব্যক্তি পৃথক হইয়া পড়িল। কিন্তু সাহাবাগণ কেমন অন্তরাত্মার ছিলেন! তাঁহারা কিছুই ভ্রূক্ষেপ করেন নাই।

আরো একজন সাহাবী

সেইরূপ, আরো একজন সাহাবীর ঘটনা এমন চিত্তাকর্ষক যে, কেহই তদ্বারা অনুপ্রানিত না হইয়া পারে না। যখন সেই তিন শত ব্যক্তি রসুল করীমকে (সাঃ) ছাড়িয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল, তখন **আব্দুল্লাহ্‌-বিন্-আমর** (রাঃ) তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি একজন সাহাবী ছিলেন। মোসলমান, বিশেষতঃ, আহ্‌মদিগণ তাঁহাকে বিশেষরূপে জানেন। এ সম্বন্ধে আমি পরে বলিব। তিনি তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্য গেলেন।

ইহাতে বুঝা যায় যে, তখন তিন শত ব্যক্তি চলিয়া যাওয়ায় তাঁহার মোমেন-সুলভ বেপরওয়া ভাব, নিশ্চিন্ততা ও নির্ভিকতা ব্যাহত হইল।

যাহাহওক, হজরত আব্দুল্লাহ্‌-বিন্-আমর' (রাঃ) তাহাদের নিকট গমন করিলেন। তিনি যে সকল কথা বলিলেন, তদ্বারা বুঝা যায় যে, তখন তাঁহার অবস্থা একান্ত বিপদাপন্ন, করজোরে অনুগ্রহ-প্রার্থী ব্যক্তির ন্যায় ছিল। যে সকল বাক্যোচ্চারণ পূর্ব্বক তিনি মোনাফেকদিগকে সম্বোধন করিয়াছিলেন, তাহা ছিল ঃ—

"হে আমার জাতি, আমি তোমাদিগকে খোদার কথা স্মরণ করাইয়া বলিতেছি যে, এ ভাবে স্বীয় নবীকে ছাড়িয়া যাইবে না।"

তাঁহার এই বাক্য দ্বারা জানা যায় যে, তখন রসুল করীম (সাঃ) ও মোসলমানদের সম্মুখে কিরূপ সঙ্কট উপস্থিত ছিল। আবদুল্লাহ্‌র মত একজন বীর পুরুষের মোমেন সুলভ বেপরওয়া ভাব ('মোমেনানা-এস্তেগ্‌না') পর্য্যন্ত ব্যাহত হইল। কিন্তু, সেই জালেমেরা উত্তর করিল, "যদি আমরা ইহাকে যুদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করিতাম, তবে অবশ্য যুদ্ধ করিতাম। অর্থাৎ, ইহা যুদ্ধ নহে। ইহা আত্ম-হত্যায় ঝাঁপ। তাহাদের দলপতি **আবদুল্লাহ্‌-বিন-উবাই** একজন সৈন্যাধ্যক্ষ ছিল। "যুদ্ধ করিতে জানে না বা পারে না", একথা তাহারা বলে নাই। তাহারা বলিল, "ইহা সাক্ষাৎ মৃত্যু" نعلم অর্থ نعرف অর্থাৎ, 'যদি তাহারা ইহাকে যুদ্ধ মনে করিত'।

তাহাদের এই প্রত্যুত্তরে **হজরত আবদুল্লাহ্‌** (রাঃ) বলিলেন, "আচ্ছা, যাবে, যাও। কোন পরওয়া নাই। আমি ত রসুল করীমের (সাঃ) নিকট যাইতেছি।"

তিনিও শহীদ হইলেন। তাঁহার শবে বহু জখম ছিল। গরীব লোক ছিলেন। পরিবার ছিল তাঁহার বড়। সেজন্য তাঁহার ঋণ গ্রহণ করিতে হইত। তাঁহার পুত্র হজরত জাবেরকে (রাঃ) রসুল করীম (সাঃ) দেখিতে পাইলেন, মাথা হেট করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "জাবের, কি হইয়াছে?" তিনি বলিলেন, "হে রসুলুল্লাহ, আপনি জানেন পিতা মারা গিয়াছেন। পরিজন আছে, ঋণও অনেক। এ সকলই আমার উপর চাপিয়াছে।"

রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন, "যদি তুমি জান যে, আল্লাহ্-তা'লা তোমার পিতার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তবে কখনো বিষন্ন হইবে না। অন্যান্যের সহিত আল্লাহ্-তা'লা পর্দ্দার আড়াল হইতে বাক্যালাপ করেন, কিন্তু তোমার পিতাকে সম্মুখে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন, 'আবদুল্লাহ্, তুমি যাহা চাহিবে, চাও। আমি দিব।' ইহাতে আবদুল্লাহ্ বলিলেন, 'হে আল্লাহ্, আমি যাহা চাই, তাহা এই যে, আমাকে আবার জীবিত কর, যেন আমি আবার তোমার পথে প্রাণত্যাগ করি।' ইহাতে আল্লাহ্-তা'লা বলিলেন, 'যদি আমি আমার শপথ না করিতাম যে, মৃত ব্যক্তিকে পৃথিবীতে আবার ফেরত পাঠাইব না, তবে আমি নিশ্চয়ই তোমাকে ফেরত পাঠাইতাম'।"

এই **আবদুল্লাহ্-বিন্-আমরেরই** ওফাতের সংবাদ আঁ-হজরত (সাঃ) প্রাপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, "আল্লাহ্-তা'লা আন্‌সারগণের প্রতি 'ফজল'—বিশেষ অনুকম্পা করুন। তাঁহাদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ আমার অত্যন্ত খেদমত (সেবা) করিয়াছে।"

যাহাহওক, ইহা কেমন সঙ্কট সময় ছিল! শতকরা ৩০ জন লোক দলত্যাগ করিয়াছিল! ইহাতে সাহাবাগণ কোনরূপ 'এবতেলা' বা পরীক্ষায় নিপতিত হন নাই। কিন্তু, তোমাদের নিকট কি ইহার দশমাংশ এবতেলাও (বিপদ) উপস্থিত হইয়াছে? ইহার শতাংশও তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই।

ইস্‌লামের শৌকত ও মোনাফেক

ইহার পর, ইস্‌লামের প্রভাব স্থাপিত হইল। যতই মোসলমানগণ বৃদ্ধিলাভ করিতে লগিলেন, ততই মোনাফেকেরা অনুপাতক্রমে হ্রাস পাইতে লাগিল। যখন মোসলমানেরা দুই সহস্র হইলেন, তখন মোনাফেকেরা (যাহারা তিন শত ছিল) শতকরা পনর হইল। যখন পাঁচ হাজার মোমেন হইলেন, তখন মোনাফেক শতকরা ছয়ে পরিণত হইল। মোমেনগণ দশ হাজারে পরিণত হইলে, মোনাফেক শতকরা তিন জনে পর্য্যবেশিত হইল। তখনও যদি তাহাদের সংখ্যা তিন শতই থাকে, তবু অনুপাতক্রমে তাহারা হ্রাস পাইল। তাহারা আর মস্তকোন্নত করিতে পারে নাই।

কিন্তু, যখন ইস্‌লাম বিভিন্ন দেশে প্রসার লাভ করিল, তখন সেই সকল অঞ্চল—যেখানে শিক্ষা পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই—সেখানে আবার তাহারা জোর বাঁধিল। বিশেষতঃ, যখন ভিন্ন জাতিগণের সহিত পাল্লা পড়িত, তখনই তাহাদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইত। যেমন, কিছুদিন পূর্ব্বে, গবর্ণমেণ্টের সহিত কোন কোন বিষয়ে আমাদের বিরোধ ঘটাকালে মোনাফেকেরা বলিত, "এবার হইয়াছে। এখন ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ বাঁধিয়াছে।" তখন কোন কনষ্টবল কোন কথা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাহাদের কাহাকেও সালাম করিলে, তাহাদের মস্তক আকাশে ঠেকিত। তাহারা বুঝিত না যে, তাহাদের চেহারায় 'মোনাফেকাৎ' দেখিয়াই বিশেষ উদ্দেশ্যে সালাম করিয়াছে। বাস্তবিক মোনাফেক বড়ই হীন প্রবৃত্তির হয়।

'মস্‌জিদ জারার ও মোনাফেক'

রোম সাম্রাজ্যের সহিত মোসলমানগণের যুদ্ধারম্ভ হইলে, মোনাফেকেরা বলিয়াছিল, "এখন গিয়াছে।" মোনাফেকেরা তখন **আবু-আমের** সন্ন্যাসীর সাহায্যে দলবদ্ধ হয় এবং একটি সতন্ত্র বসতি স্থাপন করে।

তাহারা একটি পৃথক মসজিদ নির্ম্মাণ করিল। একটি সতন্ত্র সতন্ত্র গ্রাম স্থাপন করিল। ইহুদী সন্যাসী আবু আমের বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া সেই মস্‌জিদে থাকিতে আরম্ভ করিল। তাহারা ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল, যেন কোনরূপে পূর্ব্ব-রোম রাজ্যের সহিত মোসলমানদের যুদ্ধ বাঁধান যায় এবং রসুল করীম (সাঃ) সেখানে গেলে, মদিনায় বিদ্রোহ উপস্থিত করিবে।

এজন্য তাহারা এই রটনা করিতে লাগিল যে, রোমীয় সৈন্য মদিনা আক্রমন করিবার উদ্দেশ্যে আগমন করিতেছে। এই সংবাদে মোসলমানগণের মধ্যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। কোথায় সেই সাম্রাজ্য, যাহা ইয়ুরোপ হইতে আরম্ভ হইয়া পারশ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মিশর ও উহার অধীন। ইহার অধীনে কতিপয় করদ রাজ্যও আছে। একই সময়ে ইহা **চারি পাঁচ লক্ষ্য** সৈন্য উপস্থিত করিতে পারে, বরং কোন কোন যুদ্ধে রোম দশ পনর লক্ষ সৈন্য ও উপস্থিত করিয়াছে। আর কোথায় তাহারা, যাহাদের সমগ্র সৈন্যদলই মাত্র **দশ পনর হাজার**। মোনাফেকেরা প্রচার করিল যে, রোমকগণ আক্রমণ করিতেছে।

রসুল করীমও (সাঃ) এই সংবাদ পাইলেন। তিনি নির্দ্দেশ করিলেন যে, মদিনার **বাহিরে যাইয়া** যুদ্ধ করাই শ্রেয় হইবে। তিনি মোসলমানদিগকে সঙ্গে করিয়া রওয়ানা হইলেন।

পথে অনুসন্ধানক্রমে এই সংবাদের সমর্ম্ম জানা গেল। কেহও বলে নাই যে, সৈন্যগণ আসিতেছে বলিয়া দেখিয়াছে। তিনি সন্দেহ করিলেন যে, ইহা **মোনাফেকদের ষড়যন্ত্র।** কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন মাত্র, প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মোনাফেকেরা বাহানা করিয়া পূর্ব্বেই সঙ্গে যায় নাই। তাহারা মনে করিয়াছিল, মোসলমানগণ যাইয়াই রোমান এলাকা আক্রমন করিবেন। পরে, রোমকগণ আপনিই তাহাদিগকে আক্রমন করিবে। কিন্তু রসুল করীমের (সাঃ) এই নিয়ম ছিল না। শত্রু তাঁহাকে আক্রমন করিলে, তিনি আক্রমন করিতেন, নতুবা নহে।

মোসলমানগণ প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, মোনাফেকদের সকল আশা পণ্ড হইল। তিনি, পরিশেষে সেই মসজিদ ধ্বংশ করেন এবং তদস্থলে পায়খানা নির্ম্মিত হয়, বরং সেই মহল্লাকেই বিধ্বস্ত করা হয়।

রসুলুল্লাহ্‌র (সাঃ) পর মোনাফেক

তারপর, তাঁহার ওফাতের পর, এই ফেৎনা আবার জাগ্রত হইল। ২২টি সহরে মাত্র জমাতে নামাজ হইত, নতুবা সর্ব্বত্র বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। হজরত ওমরের (রাঃ) ইহা জামানায় প্রশমিত থাকে। কিন্তু হজরত ওস্‌মান ও হজরত আলীর জামানায় আবার জোর বাঁধে।

প্রতি যুগেই মোনাফেক

সুতরাং, প্রতিযুগেই মোনাফেক থাকিবে। তোমরা কি মনে কর যে, শয়তান ঘুমাইয়া পড়িবে? যদি 'রাহ্‌মাদী সৈন্যগণ' কাজ করিতে থাকেন, তবে শয়তানী সৈন্যগণও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। শয়তান সর্ব্বদাই এরূপ ব্যক্তি দাঁড় করে, যাহার দ্বারা ইস্‌লামের ক্ষতি হয়। এ নিমিত্ত আমাদের জামাত যদি এরূপ মনে করে যে, কোন সময় মোনাফেক লোপ পাইবে, তবে ইহা ভুল। এমন কোম জাতি হয় নাই, যাহার শতকরা সকলেই 'মোমেন ও মোখ্‌লেস্'। ইহা খোদা-তা'লার নোজাম পণ্ড জনক কথা। ইহা খোদা-তা'লার নিয়ম। এরূপ হইতে পারে না। সুতরাং, কখনো এরূপ আশা করিতে নাই যে, মোনাফেক শেষ হইয়া যাইবে।

তোমরা রসুলুল্লাহ্‌ হইতে শ্রেষ্ঠ নও। যদি তাঁহার এক হাজার সঙ্গী মধ্যে তিন শত ব্যক্তি মোনাফেক হইতে পারে, তবে তোমাদের মধ্যে যদি দুই, চারি, দশ, কিম্বা ততোধিক মোনাফেক বাহির হয়, তবে উৎকণ্ঠার কিছুই নাই।

আগামী খোৎবায় আমি, ইন্‌শা-আল্লাহ্‌, অন্যান্য কথা যাহা রহিয়াছে, বলিব।

পুণ্য সঞ্চয়ের সুবর্ণ সুযোগ!

স্বয়ং 'আহমদীর' গ্রাহক হউন ও গ্রাহক সংগ্রহ করুন!!

শোক-সংবাদ

بلانے والا ہے سب سے پیارا اسی پہ اے دل تو جان فدا کر

"যিনি আহ্বান করিয়াছেন, তিনি সব চেয়ে প্রিয়; হে দেল্, তাঁহাতেই তুমি আত্ম-নিবেশ কর।" —মসিহ্ মাউদ (আঃ)

(১)

আহ্! আবদুস্-সামাদ

আমাদের উদীয়মান যুবক আবদুস সামাদ ওরফে 'রওশন', বিগত জুলাই মাসে, ২১শা তাং বৃহস্পতিবার, বেলা ১২½ টার সময়, দুই সপ্তাহের কিঞ্চিদধিক কাল টায়ফয়েড জ্বরে ভুগিবার পর, প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহ্মদীয়ার হোষ্টেল ভবনে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। 'ইন্না-লিল্লাহে ও ইন্না এলায়হে-রাজেউন।' খোদা তাঁহাকে স্বীয় 'রহমতের' ছায়ায় আচ্ছাদিত করুন।

মরহুম গাইবান্ধার আমাদের শ্রদ্ধেয় মৌলবী আবদুস-সোব্হান্ রেল্ওয়ে পুলিশ সব-ইন্স্-পেক্টর সাহেবের পুত্র এবং অনেক সদগুণ সম্পন্ন ও আদর্শ আহমদী ছেলে ছিলেন। তিনি আই-এ, ক্লাশে পড়িতেছিলেন। এক জন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বিগত ডিসেম্বর মাসে প্রাদেশিক আঞ্জোমনের জেনারেল সেক্রেটারী সাহেবের সহিত তব্লীগী টুর পার্টিতে যোগদান করিয়াছিলেন। 'আহ্মদী', ৩য় সংখ্যায় তিনিই "আমাদের ছোট্ট ভ্রমণ" শীর্ষক প্রবন্ধে "কমরেড্ রওশন" বলিয়া উক্ত হইয়াছিলেন। জ্বরাক্রান্ত হওয়ার একদিন পরেও, তিনি আঞ্জোমন ভবনে এক ধর্ম্ম-বৈঠকে যোগদান করেন এবং 'খোদ্দামুল্-আহ্মদীয়া সমিতির' দায়ীত্ব-পূর্ণ সেক্রেটারী পদ বরণ করেন। তাঁহার 'তাক্-ওয়া' ও ধর্ম্ম-প্রীতি অত্যন্ত প্রবল ছিল এবং চরিত্র আদর্শবান ও অতি মহৎ ছিল।

আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নি ও পরিবারস্থ সকল এবং আত্মীয় স্বজনকে আমাদের গভীর সহানুভূতি ও আন্তরিক দোয়া জানাই। খোদা তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিন এবং উৎকৃষ্টরূপে অভাব পূর্ণ করুন। হে আল্লাহ্, "তাঁহার পুণ্য হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিও না এবং তাঁহার পর আমাদিগকে ফেৎনায় ফেলিও না।" তুমি তাঁহার ও আমাদের এবং আমাদের জীবিত ও মৃত, ছোট ও বড়—সকলের 'মগফেরত' কর। আমীন।

(২)

আহ্! তাহেরা খাতুন

আমাদের সেল্সেলা-গত-প্রাণ, অন্যতম একনিষ্ঠ কর্ম্মী আহ্মদীর সম্পাদক ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহমদীয়ার সহকারী সেক্রেটারী, ভ্রাতা মৌলবী আব্দুর রহমান খাঁ সাহেবের পত্নী, তাহেরা খাতুন সাহেবা, ১৪ই আগষ্ট, দিবাগত রাত্রি ১০ ঘটিকার সময়, একমাস কাল সুতিকা জ্বরে ভুগিবার পর, পরলোক গমন করিয়াছেন। "ইন্নালিল্লাহে ও ইন্না এলায়হে রাজেওন।" মরহুমা বহু সদগুণ সম্পান্না ছিলেন এবং স্বামীর সর্ব্বপ্রকার সুখ সাচ্ছন্দ্যের প্রতি সতত যত্নবান থাকিয়া, তদ্বারা সেল্সেলার যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গিনী ছিলেন। তাঁহার পতি সেলসেলার যাবতীয় কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও তাঁহার সেবা শুশ্রুষা একাকী সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন। এই মহিলার নিকট বাঙ্গালার জমাত ঋণী। ধৈর্য্য ও ত্যাগের যে আদর্শ তিনি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা অসাধারণ ছিল। সন্তোষ তাঁহার অপর প্রধান গুণ ছিল। 'মেহমাননেওরীতে' তিনি আদর্শ রমণী ছিলেন। সকল গৃহ-কার্য্যে সুনিপুণা ছিলেন এবং একাকী স্বহস্তে সকলই নির্ব্বাহ করিতেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ২৭ বৎসর ছিল। স্মৃতি-চিহ্ন-স্বরূপ ৮ বৎসরের একটি পুত্র সন্তান রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতামাতা, ভ্রাতা সকলেই ঘোর গয়ের আহ্মদী। পতি পত্নী উভয়েই গয়ের আহ্মদী থাকা কালে, তাঁহাদের বিবাহ হইয়াছিল।

তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে, স্থানীয় প্রায় সকল আহমদী ভ্রাতা-ভগ্নি, তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে খোদাতা'লার নিকট হইতে রোয়া ও কাশ্ফ, প্রাপ্ত হইয়াছেন।

খোদাতা'লা তাঁহার মগ্ফেরক করুন এবং তাঁহাকে জান্নাতে উচ্চ স্থান প্রদান করুন এবং তাঁহার শোকাকুল সুযোগ্য পতি ও মাতৃহারা সন্তানটির সদা সহায়, সঙ্গী ও সারথী হওন এবং উত্তমরূপে তাঁহাদের শোক দূরীভূত করুন।

একমাস কাল যাবত শয্যা-শায়িনী হইয়াও, তিনি কোনরূপ অস্বস্থি বা গ্লানী প্রকাশ করেন নাই এবং কাহাকেও কোনরূপ কষ্ট দেন নাই।

তাহরিক জদীদ ও জুবিলী ফণ্ডের অঙ্গীকৃত চাঁদা শয্যা-শায়িনী হওয়ার পূর্ব্বেই তিনি সম্পূর্ণ প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

আমরা আমাদের ঐকান্তিক সহানুভূতি, শোক সন্তপ্ত পরিবারকে জ্ঞাপন করিতেছি।

মোঃ আঃ আঃ

জগৎ আমাদের

বিদেশীয় সংবাদ

লণ্ডন – লণ্ডন আহমদীয়া মসজিদের সহকারী ইমাম মৌলানা জালালুদ্দীন শামস্‌ সাহেব জনৈক বিটিশ নৌ-মোসলেম ভ্রাতার ইমানের 'এখলাস' বা আন্তরিকতার কথা উল্লেখ তাঁহার কতিপয় চিঠির কিয়দাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। পাঠক পাঠিকাগণের অবগতির জন্য নিম্নে সেই চিঠিসমূহের উদ্ধৃতাংশের অনুবাদ প্রকাশ করা গেল।

জনৈক ব্রিটিশ আহমদীর ধর্ম্মানুরাগ

মৌলানা জালালুদ্দীন শামস্‌ সাহেবের প্রথম চিঠির উত্তরে নও-মোসলেম ভ্রাতা লিখিতেছেন ঃ—

"আপনার উপদেশপূর্ণ চিঠিখানার জন্য আপনাকে বহু ধন্যবাদ। আহমদীয়া ভ্রাতৃমণ্ডলীর ন্যায় মণ্ডলীর অন্তভূক্ত হইয়া আমি নিজকে সুখী ও গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। খোদাতা'লা আমাদের সৎকার্য্য সমূহকে আশীষযুক্ত করুন এবং অন্যান্য লোকদিগকে আমাদের ধর্ম্মের বিষয় বুঝাইবার ক্ষমতা আমাদিগকে দিন—যেন তাহারা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া আমাদের সহিত যোগদান করে এবং অপর লোকদিগকেও সৎপথে আনয়ন করে। আপনার চিঠিখানা আমি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াছি এবং ইহা আমাকে মহা সাহায্য ও উৎসাহ দান করিয়াছে। সাধ্যমত সত্যের সেবা করিয়া যাওয়াই আমার জীবনের মহা উদ্দেশ্য এবং আমি সেই দিবসের প্রতি তাকাইয়া আছি, যখন ইংলণ্ডের প্রত্যেক সহরে ও নগরে আমরা 'মোমেন' দেখিতে পাইব এবং প্রত্যেক গীর্জার স্থলে মসজিদ প্রস্তুত করিতে পারিব ; আপনার এই সরল-প্রাণ ভ্রাতার ইহাই কাম্য।

দেশীয় সংবাদ

কাদীয়ান-শরীফ—হজরত আমিরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্‌ সানি (আইঃ) ও হজরত উম্মোল-মোমেনীন (মাদ্দা-জিল্লাহ্‌) বর্ত্তমানে অসুস্থ আছেন ; বন্ধুগণ তাঁহাদের স্বাস্থ্য লাভের জন্য দোয়া করিবেন।

প্রাদেশিক আমীর—বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার আমীর খাঁন বাহাদুর মৌলবী আবুল হাসেম খাঁন চৌধুরী এম-এ, বি-টি মহোদয় বিশেষ তবলীগী কার্য্যে ৩রা জুলাই ঢাকা হইতে বাজিতপুর গমন করেন। ১০ই আগষ্ট পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিয়া ১১ই আগষ্ট ব্রাহ্মণবাড়ীয়া গমন করেন। বর্ত্তমানে তিনি ব্রাহ্মণবাড়ীয়া অঞ্চলে বিভিন্ন আঞ্জোমন পরিদর্শন কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। আল্লাহ্‌ তা'লা তাঁহার এই উৎসাহ ও উদ্যমকে মোবারক করুন এবং তাঁহাকে উত্তম জাজা দিন—আমীন।

জেনারেল সেক্রেটারী—বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহমদীয়ার জেনারেল-সেক্রেটারী মৌলবী মোজাফর উদ্দীন চৌধুরী সাহেব বি-এ বর্ত্তমানে ছুটিতে নিজ আলয়ে আছেন। ছুটিতে থাকিয়াও তিনি বিবিধ তবলীগী প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন। জাজাহুমুল্লাহ আহ্‌সানাল জাজা।

মোবাল্লেগীন—সদর আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার মোবাল্লেগ মৌলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে আছেন। ৩রা আগষ্ট তিনিও বিশেষ তবলীগী কার্য্য উপলক্ষে বাজিতপুর গমন করেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার মোবাল্লেগ মৌলবী মোহাম্মদ সাঈদ সাহেব বর্ত্তমানে কৃষ্ণনগরে তবলীগ কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার মোবাল্লেগ মৌলবী আজীজুদ্দীন সাহেব শরীরের অসুস্থতা নিবন্ধন পুনঃ ছয় মাসের ছুটি নিয়াছেন।

ঘাটুরা জলসা—খোদাতা'লার ফজলে ইদানিং ঘাটুরা আঞ্জোমনে অতি সফলতার সহিত একটি তবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার আমীর খাঁন বাহাদুর মৌলবী আবুল হাসেম খাঁন চৌধুরী মহোদয় উক্ত সভায় সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। তিনি তাঁহার হৃদয়-স্পর্শী বক্তৃতায় শোতৃবর্গকে প্রকৃত আহমদী হইবার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। এতদ্ব্যতীত সদর আঞ্জোমনে আহমদীয়ার মোবাল্লেগ মৌলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব, ও মৌলবী মোজাফর উদ্দীন চৌধুরী সাহেব বি-এ, ব্রাহ্মণ-বাড়ীয়া আঞ্জোমনে আহমদীয়ার আমীর—মৌলবী গোলাম ছমদানী খাদেম সাহেব বি-এল, তারুয়া আঞ্জোমনে আহমদীয়ার

প্রেসিডেন্ট—মৌলবী আহমদ আলী সাহেব এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়া খোদ্দামুল্‌-আহমদীয়া সামীতর প্রেসিডেন্ট—মৌলবী সৈয়দ সাঈদ আহমদ সাহেব উক্ত সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। আল্লাহ্‌তা'লা এই সভাকে মোবারক করুন—আমীন।

তাহ্‌রিক জদীদের সভা

করুরা—বিগত ২৬ শে অক্টোবর করুরা আঞ্জোমনে একটি তাহরিক জদীদের সভার অনুষ্ঠান হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহমীয়ার জেনারেল সেক্রেটারী মৌলবী মোজাফর উদ্দীন চৌধুরী সাহেব, বি-এ উক্ত সভার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। সভাতে মহিলাগণও যোগদান করিয়াছিলেন। মুন্সি আফসর উদ্দীন ভূইঞা সাহেব, মুন্সি মজির উদ্দীন আহমদ সাহেব এবং জনৈকা মহিলা উক্ত সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাপতি সাহেব তাঁহার বক্তৃতায় তাহরিক জদীদের বিষয়গুলি উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করেন এবং মেম্বরগণকে সেই বিষয়গুলি অতি নিষ্ঠার সহিত পালন করিবার জন্য প্রেরণা দেন।

বিরামপুর (মুর্শীদাবাদ)—বিরামপুর নিবাসী মুন্সি মোহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব জানাইয়াছেন যে, তথায় বিগত ৩১শে জুলাই তারিখে হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্‌ সানির (আইঃ) আদেশানুসারে এক সভার অধিবেশন হয়। পুরুষগণ ব্যতীত বালকবালিকা ও মহিলাগণও সভায় যোগদান করেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার মোবাল্লেগ মৌলবী আজীজুদ্দীন আহমদ সাহেব তাহরিক জদীদের ১৯টি মোতালেবা বিশদভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দেন। সভা ভঙ্গের পূর্ব্বে ইসলামের যাবতীয় আদেশাবলী পালন করিয়া চলিবার জন্য উপস্থিত আহমদীগণ হইতে 'ওয়াদা' লওয়া হয়।

বাঁকুড়া—বাঁকুড়া আঞ্জোমনে আহমদীয়ায় প্রেসিডেন্ট মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব বি-এ জানাইতেছেন যে, তথায় বিগত ২৪ শে ও ৩১ শে জুলাই তারিখদ্বয়ে দুইটি সভার অধিবেশন হয়। উভয় সভায় হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্‌ সানির (আইঃ) তাহরিক জদীদ সংক্রান্ত খোৎবাগুলি পাঠ করিয়া শুনান হয়। সকলেই নিজ নিজ দৈনন্দিন জীবনে হজরত আমীরুল মোমেনীনের (আইঃ) আদেশাবলী কার্য্যে পরিণত করিতে প্রতিশ্রুত হন। উক্ত জমাত হইতে ২৫৲ টাকা তাহরিক জদীদের চাঁদার প্রতিশ্রুতি করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে ২০৲ টাকা আদায় হইয়া গিয়াছে; অবশিষ্ট ৫৲ টাকাও খোদা চাহেত শীঘ্রই আদায় হইবে। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাদিগকে তৌফিক দিন—আমীন।

শ্যামপুর (রঙ্গপুর)—শ্যামপুর আঞ্জোমনে আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট মুন্সি এসার উদ্দীন আহমদ সাহেব জানাইয়াছেন যে, গত ৩১শে জুলাই তারিখে তথায় তাহরিক জদীদের বিষয় আলোচনার্থ একটি সভার অনুষ্ঠান হয়। মৌলবী বদর-উদ্দীন আহমদ সাহেব বি-এল উক্ত সভায় সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। সভায় তাহরিক জদীদের মোতালেবাসমূহ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া হয়। সকলেই অতি মনোযোগের সহিত বক্তৃতা শ্রবণ করেন।

এতদ্ব্যতীত আরো বিভিন্ন স্থানে তাহরিক জদীদের সভার অনুষ্ঠান হইয়াছে। ইন্‌শা-আল্লাহ্‌ আগামী সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত করা হইবে।

খোদ্দামুল আহমদীয়া সমিতি—ব্রাহ্মণবাড়ীয়া খোদ্দামুল-আহমদীয়া সমিতির প্রেসিডেন্ট মৌলবী সৈয়দ সাইদ আহমদ সাহেব জানাইতেছেন যে, বিগত জুলাই মাসে তথাকার খোদ্দামুল-আহমদীয়া সমিতির মেম্বর সংখ্যা উনিশে পরিণত হইয়াছে। উক্ত মাসে চারিটি সাপ্তাহিক ট্রেনিং সভার অধিবেশন হইয়াছে। সভাতে হজরত মসিহ্‌ মাওউদের (আঃ) পুস্তিকা ফতেহ্‌ ইসলাম পাঠ করা হইয়াছে; উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে; নামাজের আরবী শব্দের বাঙ্গালা তর্জমা শিখান হইয়াছে এবং 'ওফাতে মসিহ', 'সাদাকাতে মসিহ্‌ মাওউদ' (আঃ) 'নবুওত' ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা প্রদানের ট্রেনিং দেওয়া হইয়াছে।

আলোচ্য মাসে চারিটি বিধবা নারীর তত্ত্বাবধান করা হইয়াছে। বিভিন্ন স্থানের ৮১ জন লোককে তবলীগ করা হইয়াছে। তন্মধে ৮ জন হিন্দু। মৌলবী আবু হামেদ মোহম্মদ আলী আনোয়ার সাহেবের সভাপতিত্বে পৈরতলা গ্রামে একটি তবলীগী জলসা হয়। তহাতে মৌলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব ও মৌলবী সৈয়দ সাইদ আহমদ সাহেব বিভিন্ন ধর্ম্ম বিষয়ে হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন। মেম্বরগণ ভাদুঘর ও ঘাটুরা কনফারেন্সদ্বয় এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সহর ও তারুয়ায় ৩১শে জুলাই তারিখের তাহরিক জদীদের সভাতে যোগদান করতঃ সভার কার্য্যে আবশ্যকীয় সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। আহমদীপাড়া, ঘাটুরা, শুহিলপুর ও জগৎ বাজার ইত্যাদি স্থানে আহমদী ভ্রাতাগণকে ফজরের নামাজের জন্য জাগ্রত করেন।

আলোচ্য মাসে, খোদ্দামুল-আহমদীয়া সমিতির মারফত. তিন জন গয়ের-আহ্‌মদী বয়েত করিয়া, আহমদীয়া সেলসেলা-ভুক্ত হইয়াছেন—আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ।

আলোচ্য মাসে নিম্নলিখিত সেবাকার্য্য হইয়াছে—

(১) বিভিন্ন স্থানে ৩১ জন রোগীর তত্ত্বাবধান করা হইয়াছে।

(২) এক দরিদ্র ব্যক্তির কিছু ফসল কাটিয়া তাহার বাড়ী পৌছাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(৩) এক বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির কতিপয় জিনিষ বাজার হইতে তাহার বাড়ীতে পৌছাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(৪) ঘাটুরাতে একটি রাস্তা ও মসজিদ মেরামত করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তিনটি রাস্তার জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(৫) দুইটি 'এতীম' বা পিতৃমাতৃহীন শিশুর তত্ত্বাবধান করা হইয়াছে।

(৬) একজন গয়ের-আহমদী মোসলমান ও দুইজন হিন্দু গরীব ব্যক্তিকে এক দিনের খোরাক ও কিছু পয়সা দিয়া সাহায্য করা হইয়াছে।

(৭) ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া আঞ্জোমনের জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে এবং আঞ্জোমনের কতিপয় বিক্রয়যোগ্য লৌহ দ্রব্য বিক্রয় করতঃ মূল্য স্থানীয় আমীর সাহেবের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে।

অল্‌হামদুলিল্লাহ্‌! আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের এই নবগঠিত সমিতিকে মোবারক করুন এবং ইহার উদ্যোক্তা ও মেম্বরগণকে অধিকতর খেদমত করিবার তৌফিক দিন এবং তাঁহাদের আদর্শে সর্ব্বত্র এরূপ সমিতি স্থাপিত হওক!

আমরা আশা করি, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া খোদ্দামুল-আহমদীয়া সমিতির আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙ্গালার সকল আহমদী জমাত এরূপ সমিতি গঠন করতঃ এরূপ উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত সৎকার্য্যে অগ্রসর হইবেন। আল্লাহ্‌তা'লা সকলকেই তৌফিক দিন—আমীন।

জনৈক মহিলার তবলীগী প্রচেষ্টা

আমাদের জনৈকা ভগিনী বীরপাইকশা বালিকা মক্তবের শিক্ষয়িত্রী জোনাব আইয়ুবন্নেছা খাতুন সাহেবা জানাইয়াছেন যে, ১লা আগষ্ট তারিখে তিনি স্থানীয় গয়ের-আহমদী মহিলাগণকে তাঁহার নিজ বাড়ীতে নিমন্ত্রিত করিয়া এক সভায় করতঃ, তাহাতে হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) সত্যতার নিদর্শনাদি বর্ণনা করেন এবং উপস্থিত মহিলাগণ সকলেই অতি আগ্রহ সহকারে তাহা শ্রবণ করেন। আল্লাহ্‌তালা আমাদের এই ভগিনীর পুণ্য প্রচেষ্টাকে সুফলপ্রদ করুন এবং তাঁহার আদর্শে অন্যান্য আহমদীয়া মহিলাগণের মধ্যেও তবলীগের প্রেরণা সৃষ্টি করুন—আমীন।

প্রাপ্তি সংবাদ—৩১শে জুলাই হইতে ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত, নিম্ন-লিখিত ভ্রাতাগণ হইতে আহ্‌মদীর চাঁদা পাওয়া গিয়াছে :—

মৌলবী শামসুল-হুদা সাহেব, জলপাইগুড়ি; জনাব জয়নাল হোসেন খাঁ সাহেব, দেবগ্রাম। জাজাহুমুল্লাহু-আহসানাল্‌-জাজা।

বিরাট জল্‌সা—১৪ই আগষ্ট মোতাবেক ২৯শে শ্রাবণ, রবিবার, বেলা ২ ঘটিকার সময়, দেবগ্রামে মরহুম মৌলবী মোহম্মদ দৌলত খাঁ (উকিল) সাহেবের বাড়ীর প্রাঙ্গনে, এক বিরাট জলসার অধিবেশন হইয়াছে এবং বিশিষ্ট আলেমগণ ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমনে আহমদীয়ার আমীর মাননীয় খাঁন বাহাদুর আলহজ্জ মৌলবী আবুল হাশেম খাঁন চৌধুরী সাহেব এম-এ, বি-টি, উক্ত সভার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

জল্‌সার বিস্তারিত বিবরণ, ইন্‌শা-আল্লাহ, আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

প্রকৃত ইস্‌লাম বা আহ্‌মদীয়তের আকায়েদ (ধর্ম্ম-বিশ্বাস)

১। আল্লাহ্‌ অদ্বিতীয়। কেহ তাহার গুণে, সত্তায়, নামে ও পূজায় বা এবাদতে অংশী বা সমকক্ষ নয় এবং কখনও হইতে পারে না।

২। ফেরেস্তা বা স্বর্গীয় দূতের অস্তিত্ব আছে।

৩। আল্লাহ্‌তায়ালা অনির্দ্দিষ্ট কাল হইতে মানব সমাজকে সৎপথ-প্রদর্শন-জন্য সর্ব্বদেশে এবং সমগ্র জাতিতে নবী বা অবতার প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন। পবিত্র কোরান শরীফে উল্লিখিত প্রত্যেক নবী বা অবতারের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি এবং অনুল্লিখিত অবশিষ্ট সকল নবীকে সাধারণভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি।

৪। খোদাতায়ালার কেতাব কোরান শরীফ আমাদের ধর্ম্ম গ্রন্থ। হজরত মোহাম্মদই (সাঃ) আমাদের নবী এবং তিনি 'খাতামান্‌-নবীয়ীন' বা নবিগণের মোহর।

৫। 'অহি' বা ঐশীবাণীর দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। আল্লাহ্‌তায়ালার কোনও গুণ বা 'ছিফাত' কখনও অকর্ম্মণ্য বা বিলুপ্ত হয় না। যেরূপ তিনি অতীতে তাঁহার পবিত্র ভক্ত দাসবৃন্দের সহিত বাক্যালাপ করিতেন এখনও তদ্রূপ করিতেছেন এবং পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও করিতে থাকিবেন।

৬। এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে 'একীন্‌' বা বিশ্বাস রাখি যে, কোরান শরীফে বর্ণিত 'তক্‌দীর' বা খোদাতায়ালার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অলঙ্ঘনীয়; এবং আমাদের ইহাও বিশ্বাস যে, আল্লাহ্‌তায়ালা মানবের দোয়া বা প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং প্রার্থনাবলে মহৎ কার্য্যসমূহ সাধিত হইয়া থাকে।

৭। মৃত্যুর পর মানবের পুনরুত্থান হইবে তাহা আমরা বিশ্বাস করি, এবং কোরান ও হাদিস শরীফে বর্ণিত বেহেস্ত ও দুজখের (স্বর্গ ও নরক) প্রতিও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি, এবং ইহাও আমাদের বিশ্বাস যে, পুনরুত্থানের দিবস হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) বিশ্বাসীদিগের জন্য 'শাফায়াত' করিবেন।

৮। ইহাও আমাদের ঈমান যে, যে ব্যক্তির আগমন সম্বন্ধে অতীতের নবিগণ বিভিন্ন নামে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন এবং যাহার বিষয় কোরান শরীফে ——— ——— "তিনিই আল্লাহ্‌, যিনি মক্কাবাসীদের মধ্যে নবী প্রেরণ করিয়াছিলেন ·····এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা এখনও তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই"—হজরত মোহম্মদের (সাঃ) জগতে দ্বিতীয় আগমন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাঁহাকে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) স্বয়ং 'নবী ইসা মসিহ্‌' এবং 'মাহ্‌দি' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তিনি কাদিয়ান নিবাসী হজরত মির্জা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) বই অন্য কেহই নহেন।

৯। এ বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি যে, কোরান শরীফ পূর্ণ এবং চরম ধর্ম্মশাস্ত্র। অতঃপর কেয়ামত বা পুনরুত্থান দিবস পর্য্যন্ত আর কোন নূতন শাস্ত্রের আবশ্যক হইবে না। আমাদের ঈমান এই যে, হজরত মোহম্মদ (সাঃ) একাধারে সকল নবীদিগের সকল গুণে বিভূষিত ছিলেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের পর তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে কোন ব্যক্তির পক্ষে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আসন পাওয়া দূরের কথা এমন কি সত্য বিশ্বাসী হওয়াও সম্ভবপর নহে। আমরা এ কথা একেবারেই বিশ্বাস করি না যে, কোন সময়ে কোন পূর্ব্ব কালীন নবী পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিবেন। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, হজরত মোহম্মদের (সাঃ) উম্মত বা অনুবর্ত্তিগণ হইতেই অতীব শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সম্পন্ন সংস্কারকগণের আবির্ভাব সর্ব্বদা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এমন কি হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির অনুকম্পায় মানবের পক্ষে নবী বা অবতারের পদও লাভ করা সম্ভব; কিন্তু কোন নবী বা অবতার কোন নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে বা হজরত মোহম্মদের (সাঃ) অনুসরণ ব্যতিরেকে আবির্ভূত হইতে পারেন না। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) পূর্ণ নবুয়তের অবমাননা করা হয়। ইহাই 'নবীদের মোহর' বাক্যের প্রকৃত অর্থ এবং এই অর্থই হজরত রসুল করিমের (সাঃ) দুইটী পরস্পর বিপরীত বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে :—যথা, তিনি একস্থানে বলিয়াছেন যে, 'আমার 'বাদে' নবী নাই' এবং আবার অন্যত্র বলিয়াছেন, 'আমার পরে মসিহ্‌ আসিবেন যিনি খোদাতালার নবী হইবেন।' ইহা হইতেই পরিস্কাররূপে বুঝা যায় যে, হজরত রসুলে করীমের (সাঃ) উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, তাঁহার পরে তাঁহার উম্মতের বাহির হইতে নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে কোন নবী আসিবেন না। এতদনুসারে ইহাই আমাদের বিশ্বাস যে, প্রতিশ্রুত মসিহ এই উম্মত হইতেই আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সেই অবস্থায় নবুয়তের পদও লাভ করিয়াছেন।

১০। আমরা নবীদের 'মোজেজা' বা অলৌকিক লীলাসমূহে বিশ্বাস করি। কোরান শরীফের ভাষায় ইহাকেই 'আয়াতুল্লাহ্‌' বা আল্লাহ্‌তায়ালার নিদর্শন বলা হইয়াছে। এই বিষয়ে আমরা পূর্ণ ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা নিজ মাহাত্য জ্ঞাপন করিবার জন্য এবং নবীদিগের সত্যতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এরূপ "আয়াত" বা নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া থাকেন যাহা মানব ক্ষমতার সম্পূর্ণ বহির্ভূত।

আহমদীর নিয়মাবলী

১। বৎসরের যখনই যিনি গ্রাহক হউন না কেন, তাঁহাকে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে কাগজ গ্রহণ করিতে হইবে।

২। ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইবে না।

৩। প্রচার কার্য্যের জন্য আবশ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আহমদীর প্রত্যেক সংখ্যায় এক একটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। এই প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি থাকিবে না। দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য এক পৃষ্ঠা আন্দাজ কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়া প্রকাশ করা হইবে।

৫। যাবতীয় প্রবন্ধ 'সম্পাদক', আহমদী, ১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। 'আহ্‌মদীর' বাৎসরিক চাঁদা ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী কার্য্যালয়,'
১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা,
(বেঙ্গল)

বহুমূত্রের মহৌষধ

মহাপুরুষ প্রদত্ত গভর্ণমেণ্ট ডাক্তার
দ্বারা প্রশংসিত
শ্রীদ্বিজেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
বামাকুটীর, পোঃ ব্রাহ্মনবাড়িয়া (এ-বি-আর)

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা	মাসিক	১২৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	"	৭৲
" সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম	"	৪৲
সিকি কলম	"	২৷৷০
কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ পৃষ্ঠা	মাসিক	২০৲
" " " অর্দ্ধ "	"	১২৲
" " ৩য় পূর্ণ "	"	২০৲
" " " অর্দ্ধ "	"	১২৲
" " ৪র্থ পূর্ণ "	"	৩০৲
" " " অর্দ্ধ "	"	১৫৲

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। আহ্‌মদীর বিজ্ঞাপন সাধারণতঃ স্মল পাইকা অক্ষরে ছাপা হয়। ২। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে উহা ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই। ৩। যে মাসে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে তাহার পূর্ব্বমাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের আফিসে পৌছান চাই। ৪। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখ মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে। ৫। অশ্লীল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ৬। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্‌মদী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

আহমদীয়া মতবাদ সংক্রান্ত কতিপয় পুস্তক

নাম	মূল্য
Extracts from the Holy Quran	12 *as.*
Ahmed, His Claims and Teachings ...	8 *as.*
The Teachings of Islam	4 *as.*
Islam and its Comparison with other religions	12 *as.*
(Paper bound ...	8 *as.*)
The Imam of the Age ...	1 *a.*
Vindication of the Holy Prophet ...	2 *as*
The Future Religion of the World ...	2 *as.*
The Message from Heaven	1 *a.*
ধর্ম্ম সমন্বয় ...	।০
আহমদীয়া মতবাদ ...	।০
ইমামুজ্জমান ...	৵০
আহমদ চরিত ...	।০
চশ্‌মায়ে মসিহ ...	।০
জজ্‌বাতুল হক (উর্দ্দু) ...	।০
হজরত ইমাম মাহদীর আহ্বান ...	৵০
প্রীতি-সম্ভাষণ ...	৴০
অস্পৃশ্যজাতি ও ইস্‌লাম ...	৲১৫
তহকীক-উদ্দীন ...	৲১০
তিনিই আমাদের কৃষ্ণ ...	৲৫
আমালেসালেহ্‌ (উর্দ্দু) ...	৸০

দ্রষ্টব্য—এজেণ্টের জন্য শতকরা ২৫৲ টাকা কমিশন দেওয়া যাইবে।

প্রাপ্তিস্থান—
ম্যানেজার—আহ্‌মদীয়া লাইব্রেরী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published by Abdur Rahman Khan, B. A. from the Wari Printing Works, Wari Dacca. (Bengal).